Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুন্নত – জীবনের সৌরভ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দ হাসান সাজ্জাদ

রোলঃ 23090110297

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুন্নত – জীবনের সৌরভ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দ হাসান সাজ্জাদ

রোলঃ 23090110297

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সুন্নত – জীবনের সৌরভ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সৈয়দ হাসান সাজ্জাদ, আইডিঃ 23090110297 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সুন্নত – জীবনের সৌরভ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সৈয়দ হাসান সাজ্জাদ

আইডিঃ 23090110297

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা...5
২. গবেষণার পটভূমি..9
৩. জীবন্ত সুন্নাহ 43
৪. সুন্নাহ অনুসরণের সুফল...64
৫. সুন্নত থেকে দূরে সরে যাওয়ার ক্ষতি...69
৬. সমাজের শান্তি ও নিরাপত্যায় সুন্যাহ এর ভূমিকা......................................87
৭. নবীন প্রজন্ম এর ব্যক্তিত্ব গঠনে সুন্নাহর নির্দেশনা.................................. 116
৮. সুন্নাহের প্রতি আহ্বান 127
৯. তথ্যসূত্র... 129

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ،

১. ভূমিকা

ইসলামে সুন্নাহর গুরুত্ব (খ)

সুন্নাহ (السنة) শব্দটি سن- يسن থেকে ক্রিয়ামূল। যার অর্থ তরীকা বা পন্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি। এই পদ্ধতি ও রীতিনীতি নন্দিত বা নিন্দিত কিংবা প্রশংসিত বা ধিকৃত উভয়েই হতে পারে। যেমন- السنة من الله (আল্লাহর নীতি)। মহান আল্লাহ্ বলেন,

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً

'আপনার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না' [1]। রাসূল (ﷺ) বলেন,

وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ

'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নিকৃষ্ট সুন্নাত (রীতি) চালু করল, অতঃপর তার অবর্তমানে সেটার উপরে আমল করা হল, তাহ'লে তার জন্য আমলকারীর সমান গোনাহ লেখা হবে, অথচ আমলকারীর গোনাহ সামান্যতম কম করা হবে না'। [2]

শারঈ পরিভাষায় সুন্নাত হল রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ঐ সকল বাণী, যা দ্বারা তিনি কোন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ, বিশ্লেষণ, মৌন সম্মতি ও সমর্থন দিয়েছেন এবং কথা ও কর্মের মাধ্যমে অনুমোদন করেছেন, যা সঠিকভাবে জানা যায় তাকে সুন্নাহ

[1] ইসরা ১৭:৭৭

[2] মুসলিম হা/১০১৭; নাসাঈ হা/২৫৫৪; মিশকাত হা/২১০

বলা হয়।[3] অনুরূপভাবে ছাহাবী, তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈদের আছার ও ফৎওয়াসমূহ অর্থাৎ তাদের ইজতেহাদ ও যেসব বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তাকেও সুন্নাহ বলে অভিহিত করা হয়। যেমন রাসূল (ﷺ) বলেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

'তোমাদের উপরে অবশ্য পালনীয় হল আমার সুন্নাত ও সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত'।[4]

সুন্নাহর গুরুত্ব: ইসলামী শরীআতের উৎস দু'টি, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহর প্রেরিত অহী, ঠিক তেমনি সুন্নাহও রাসূল (ﷺ)-এর অন্তরে প্রক্ষিপ্ত অহী।

কুরআন পঠিত অহী, আর সুন্নাহ অপঠিত অহী। পবিত্র কুরআনের পরই সুন্নাহর স্থান। সুন্নাহ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মানব জাতিকে উপহার দিয়েছেন, সুন্নাহ মূলতঃ এরই বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা হয়, পবিত্র কুরআন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের হৃদপিন্ড স্বরূপ। আর সুন্নাহ এ হৃদপিন্ডের চলমান ধমনী। হৃদপিন্ডের চলমান ধমনী যেমন দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোণিত ধারা সতেজ, সক্রিয় ও গতিশীল করে রাখে, সুন্নাহও অনুরূপ দ্বীন ইসলামকে সতেজ, সক্রিয় ও গতিশীল রাখে। এজন্যই ইসলামে ছহীহ সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্নাহ উন্নত ও মহামূল্যবান জ্ঞান সম্পদ হিসাবে সমাদৃত। দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ। এই পূর্ণতা ধরে রাখতে সুন্নাহর ভূমিকা অপরিসীম। কারণ যারা সুন্নাহর জ্ঞান থেকে বিমুখ তারা বিদ'আতী পথ অন্বেষণে সর্বদা ব্যস্ত। সুন্নাহ ব্যতীত দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা কল্পনা করা যায় না।

---

[3] শাইখ যাকারিয়া আল-আনছারী, ফাতহুল বাকী আলা আলফাযিল ইরাকী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃঃ ১২

[4] তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।

কুরআনের মত সুন্নাহও অহী: পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহ প্রেরিত অহী, ঠিক তেমনি রাসূলের কথা, কাজ, মৌন সম্মতি তথা সুন্নাহও আল্লাহর অহী, যা রাসূল (ﷺ)-কে জানিয়ে দেয়া হত। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

'আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) ও হিকমাত (সুন্নাহ) নাযিল করেছেন'।[5]

وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

'আর তিনি শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত'। [6] অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টির তথ্যসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত।[7] এ মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَلاَ إِنِّىْ أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

'জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমাকে কুরআন ও তার সাথে অনুরূপ বিষয় (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে'।[8]

হাসান বিনতে আতিয়া বলেন, জিব্রাঈল (আঃ) রাসূল (ﷺ) - এর নিকটে সুন্নাহ নাযিল করতেন, যেভাবে কুরআন নাযিল করতেন।[9] কুরআন প্রত্যক্ষ অহী ও হাদীছ অপ্রত্যক্ষ অহী। কুরআন অহী মাতলূ যা তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ গায়ের মাতলূ যা তেলাওয়াত করা হয় না।[10] যার ভাষা ও অর্থ আল্লাহর পক্ষ

---

[5] নিসা ৪/১১৩

[6] জুমু'আ ৬২/২

[7] তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, ২৮২ পৃঃ

[8] আবু দাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩

[9] আশ-শারহুল ইবানা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচিতি

[10] মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৫

থেকে অবতীর্ণ, তাই কুরআন। আর যার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে ও রাসূলের ভাষায় তা ব্যক্ত করেন, তাই হাদীছ ও সুন্নাহ।[11] রাসূল (ﷺ) বলেন,

وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ

'আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তাঁর নবীর মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করেন'।[12]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজের খেয়াল-খুশিমত কোন ফায়ছালা দিতেন না এবং ইচ্ছামত কোন কথা বলতেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى، عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوَى،

'তিনি (রাসূল) তাঁর প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যা তাঁর নিকটে অহী হিসাবে নাযিল করা হয়। আর তাকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা'। [13] হাদীসে এসেছে, একদা জনৈক ইহুদী আলেম রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, পৃথিবীর কোন ভূখন্ড সর্বাপেক্ষা উত্তম? রাসূল (ﷺ) বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিব্রাঈল (আঃ) এসে তা জানিয়ে দেয়ার পর বললেন,

شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا

'সর্বনিকৃষ্ট স্থান হল বাজার ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হল মসজিদ'। [14] অতএব সুন্নাহও কুরআনের মতই অহী। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

---

[11] তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১৩০৩

[12] বুখারী হা/৬০২৭

[13] নাজম ৫৩/৩-৫

[14] মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত): ৭৪১-[৫৩]

২. গবেষণার পটভূমি

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ [ক]

ইসলাম ধর্মে যেমন আল্লাহর আনুগত্য করা ফরয, তেমনি রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করাও ফরয। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর আনুগত্য করল সে আল্লাহর অনুগত হল।[15]

সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর (তাদের অবাধ্য হয়ে) নিজের আমলসমূহ নষ্ট করনা।[16]

আনুগত্য আবশ্যকীয় হওয়ার কারণও আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَي

মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজে মন মত কোন কথা বলেন না, বরং তাতো ওয়াহী, যা তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর সে মতেই তিনি কথা বলেন।[17]

তাই রাসূলুল্লাহ(ﷺ) উম্মতকে ওযুর সেই নিয়মই শিক্ষা দিয়েছেন যা তাঁকে আল্লাহ তাআলা জিবরীল এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। সালাতের জন্য সেই সময়সমূহ

---

[15] সূরা নিসা ৪ : ৮০

[16] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৩

[17] সূরা আন-নাজম ৫৩ : ৩-৪

নির্ধারণ করলেন যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে জিবরীল (আঃ) এর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, সালাতের সেই নিয়মই শিক্ষা দিলেন যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে জিবরীল এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুল (ﷺ)-এর পবিত্র জীবন থেকে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে দ্বীনি মাসায়েলের ব্যাপারে যতক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী না আসত ততক্ষণ কোন উত্তর দিতেন না। ওয়াইস ইবনে সামিত (রাঃ) নিজের স্ত্রী খাওলা (রাঃ) এর সাথে যেহার (স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করা) করে ফেললেন তখন খাওলা (রাঃ) নাবী কারীম (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসুল (ﷺ) যতক্ষণ ওয়াহী আসেনি ততক্ষণ কোন উত্তর দেন নি। রূহ সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল তখনও নাবী কারীম (ﷺ) ওয়াহী না আসা পর্যন্ত কোন উত্তর দেন নি। একদা নাবী কারীম (ﷺ) কে মিরাছ সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি ওয়াহী না আসা পর্যন্ত কোন উত্তর দিলেন না। একদা এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ্ যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে পর পুরুষকে দেখে তখন সে কি করবে? যদি সে (সাক্ষী ব্যতীত) মুখে বলে তখন তো আপনি মিথ্যা অপবাদের বিধান চালু করবেন, আর যদি (রাগে) হত্যা করে দেয় আপনি কিসাস হিসাবে হত্যা করে দিবেন, আর যদি চুপ থাকে তাহলে নিজকে নিজে স্বান্তনা দিতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এই সমস্যার একটি সমাধান পেশ করুন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা লিআনের আয়াতসমূহ [18] নাযিল করলেন। তারপর তিনি সেই সাহাবীকে উত্তর দিলেন।

রাসুলের আনুগত্যের ব্যাপারে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁর আনুগত্য শুধু তাঁর জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর ইন্তেকালের পরও কিয়ামাত পর্যন্ত আগত সকল মুসলিমের উপর ফরয। সূরা সাবায় আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

[18] সূরা নূর ২৪ : ৬-৯

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ। আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। [19]

সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ

অর্থাৎ, আমার কাছে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন আমি এর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করি তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও যাদের পর্যন্ত এ কুরআন পৌঁছবে।[20]

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর আনুগত্যের ব্যাপারে সহীহ বুখারী শরীফের এ হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى "

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আমার উম্মতের সকল লোক জান্নাতে যাবে, কিন্তু যে অস্বীকার করল সে যাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! কে অস্বীকার করল? তখন তিনি বললেন: যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে অস্বীকার করল।[21]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য থেকে বিপথগামিতা এবং অন্য পথাবলম্বীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজ স্বত্ত্বার শপথ করে বলেন:

---

[19] সাবা ৩৪ : ২৮

[20] আনআম ৬ : ১৯

[21] সহীহ বুখারী - ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৬৭৮৩ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭২৮০

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রভুর শপথ, লোকেরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করে, অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে অন্তরে কোন সংকীর্ণতা পোষন করেনা এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।[22]

এতে বুঝা গেল যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আনুগত্য এবং ঈমান একে অপরের পরিপুরক। আনুগত্য থাকলে ঈমানও থাকবে আর আনুগত্য না থাকলে ঈমানও থাকবে না। রাসুলের আনুগত্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদীস অধ্যয়নের পর এই মীমাংসা করা দুষ্কর হবে না যে, দ্বীনে ইসলামে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের স্থান কোন শাখা মাসআলার মত নয় বরং তা হল দীনের মৌলিক দাবীগুলোর একটি।

নবী-আদর্শের অনুসরণে ঈমান ও মুহববতের দাবি (গ)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনার অর্থই হল, তাঁর নীতি ও সুন্নাহকে আমরা নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছি। আল্লাহ তাআলা এজন্যই রাসূল প্রেরণ করেছেন যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর অনুসরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ

‘আমি রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে’।[23]

---

[22] সূরা নিসা ৪ : ৬৫

[23] সূরা নিসা ৪ : ৬৪

আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দা তখনই মুমিন সাব্যস্ত হয় যখন সে রাসূলকে নিজের সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তদাতা (হাকাম) বলে স্বীকার করে এবং তাঁর সকল সিদ্ধান্ত মনেপ্রাণে মেনে নেয়। সকল দ্বিধা ও সংশয় ত্যাগ করে তাঁর ফয়সালার সামনে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

‘কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়’।[24]

মুমিনকে আল্লাহ তাআলা একটি ব্যবস্থাই দিয়েছেন, যাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে আল্লাহর নিকট কোনো কিছু আশা করার পূর্বশর্ত। আর তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ব্যবস্থা ও তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

‘তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ’।[25]

---

[24] সূরা নিসা ৪ : ৬৫

[25] সূরা আহযাব ৩৩ : ২১

এই উত্তম আদর্শ দ্বারা ঐ জীবনাদর্শই উদ্দেশ্য, যা সূরায়ে জাসিয়ায় এভাবে বলা হয়েছে-

ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ
هَـٰذَا بَصَـٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং আপনি তা অনুসরণ করুন। অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।

আল্লাহর মুকাবিলায় তারা আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী জাতির জন্য পথনির্দেশ ও রহমত"।[26]

কালিমায়ে তাওহীদ ও কালিমায়ে শাহাদতে আমরা এই শরীয়ত ও এই আদর্শকে সত্যতা ও যথার্থতার স্বাক্ষ্য দেই এবং মনেপ্রাণে তা কবুল করার ঘোষণা দান করি। এজন্য আমাদের উপর ফরয, এই আদর্শের আলোকে আমাদের পুরো জীবন, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে যাচাই করা। অতপর যেখানেই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দেখা যায় সংশোধনের চেষ্টা করা।

আজ সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই যে, আমরা প্রত্যেকে এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণী নিজের জীবন ও কর্মকে সেই 'উসওয়ায়ে হাসানা'র মাপকাঠিতে যাচাই করব ও নিজেকে সংশোধন করব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

26 সূরা জাসিয়াহ ৪৫ : ১৮-২০

ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের চর্চা সেভাবেই করব যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম করতেন।

সীরাতে নববিয়্যাহ সম্পর্কে আমাদের অবস্থা সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা থেকে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হতে চলেছে। বিশেষত নিম্নের বিষয়গুলোতে –

১. সঠিক জ্ঞান

সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি আল্লাহর রাসূলের বাণী শুনতেন, তাঁর জীবনযাপন দেখতেন এবং নিজেদের মাঝে আলোচনার মাধ্যমে সীরাতের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতেন। আমরা তাঁর সরাসরি সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হলেও আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যও সীরাতের সঠিক জ্ঞান লাভের পথ খোলা রেখেছেন। কুরআন মজীদ হচ্ছে নবী-জীবনকে জানার সবচেয়ে বড় উৎস। হাদীস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাব আমাদের সামনে আছে। সুন্নতের অনুসারী আল্লাহওয়ালা মাশায়েখ বিদ্যমান আছেন। আমরা যদি গভীর মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করি (কোনো সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাবের সহযোগিতা নিয়ে), আহলে ইলমদের সাথে পরামর্শ করে হাদীস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবপত্র অধ্যয়ন করি এবং সুন্নতের অনুসারী মাশায়েখের সাহচর্যে বসি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরাও সীরাতের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারব।

কিন্তু আমরা যে বড় উদাসীনতার শিকার। প্রথমত সীরাত অধ্যয়ন এবং সীরাতের পাঠ-পঠনের বিষয়ে আমরা গুরুত্ব কম দেই, দ্বিতীয়ত সীরাত ও মীলাদ সংক্রান্ত অনেক মওযূ’ ও বানোয়াট বর্ণনা খুব সহজেই বলতে থাকি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কোনো কিছু প্রস্তুত করে তা হাদীস বলে প্রচার করা যেমন হারাম ও কুফরের মতো গুনাহ তেমনি তাঁর সম্পর্কে দলিল-প্রমাণহীন কোনো কিছু বলা এবং ভিত্তিহীন বর্ণনার আলোকে তাঁর সম্পর্কে

কোনো কিছু বলাও হাদীস জাল করার অন্তর্ভুক্ত ও অনেক বড় কবীরা গুনাহ। একই সাথে এটা তাঁর প্রতি অনেক বড় ধৃষ্টতা ও বেআদবী।

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত ছোট্ট পুস্তিকা ‘প্রচলিত জাল হাদীস’ও যদি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে কিছুটা সতর্ক হওয়ার রুচি সৃষ্টি হবে।

২. ঈমান ও নির্ভরতা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত ও তাঁর উসওয়ায়ে হাসানার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল সাহাবায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাঁরা তো এই কল্পনাও করতে পারতেন না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনার পর তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শের কোনো একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও সামান্য সংশয়-সন্দেহ হতে পারে! তদ্রূপ এ বিষয়টিও তাদের সমাজে সম্ভব ছিল না যে, বিশ্বাস হবে রিসালতের প্রতি আর শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং সভ্যতা ও জীবনযাপন পদ্ধতি হবে অন্য জাতির!

আজ আমাদের বড় দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের জীবন সংশয় ও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। আমাদের ঈমান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অথচ আমাদের জীবনাদর্শ হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতা। সুন্নতে নববীর পরিবর্তে পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের কাছে অনুকরণীয়। বেশভূষায় আমরা আল্লাহর রাসূলের অনুসারী নই, পশ্চিমাদের অনুসারী।

মসজিদের কিবলা ও মুসল্লিদের চেহারা যদিও বাইতুল্লাহ অভিমুখী, যা হেদায়েত, বরকত ও শান্তি-নিরাপত্তার কেন্দ্র, কিন্তু জীবনের ‘কিবলা’ হোয়াইট হাউস, যা ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা এবং জুলুম ও ফাসাদের সর্বনিকৃষ্ট কেন্দ্র।

সংবিধানের সূচনা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা, অথচ ভিতরের অনেক বিধান বিতাড়িত শয়তানের! ...

এ ধরনের অসংখ্য সংঘাত ও স্ববিরোধিতা এবং সংশয় ও কপটতায় জর্জরিত আমাদের মুসলিমসমাজ। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ সুদৃঢ় ঈমান। আমরা যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যবাদিতা, তাঁর সুন্নাহর যথার্থতা এবং শুধু ও শুধু তাঁরই জীবনযাপন পদ্ধতি 'উসওয়াহে হাসানাহ' হিসেবে এবং মানবতার শুদ্ধি ও সফলতার একমাত্র উপায় হিসেবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে গ্রহণ করতে পারি এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতার সাথে এর উপর অটল অবিচল থাকতে পারি, আর মন-মুখ ও চাল-চলনে একথা প্রমাণ করতে পারি যে-

رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحد صلى الله عليه وسلم نبيا

(আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট) তাহলেই আমরা মুক্তি পাব।[27]

৩. শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এবং তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা একটি সর্বজনবিদিত বিষয়। তাঁদের গোটা জীবনই ছিল এর বাস্তব প্রমাণ। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে আমাদের দূরত্ব অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমাদের সাধারণ অবস্থা এই যে, মুখে ভালবাসার দাবি অথচ জীবনের সকল কাজ এর বিপরীত। আর অসংখ্য মানুষের মধ্যে আরো যা আছে তা হল মুহাববতের নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রধান দুই শিক্ষা তাওহীদ ও সুন্নাহ বিরোধিতা এবং বিদআতে লিপ্ত হওয়া।

৪. নিজ জীবনে প্রয়োগ

সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, তাঁরা সুন্নতে নববিয়্যাহ ও উসওয়ায়ে হাসানার প্রতিটি অংশকেই

---

27 তিরমিযীঃ ২৫২৯, সুনান আদ-দারেমী: ৩২২৬

নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। অথচ আমরা শাখাগত বিষয়গুলো তো পরের কথা, মৌলিক বিষয়গুলো থেকেও উদাসীন।

৫. সুন্নতকে জীবিত করা ও বিদআতকে ঘৃণা করা

সাহাবায়ে কেরাম তালীম-তারবিয়ত, দাওয়াত-তাবলীগ, ওয়ায-নসীহত এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, এমনকি প্রয়োজনে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমেও নবী-আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁরা সব ধরনের চিন্তাগত, বিশ্বাসগত, কর্ম ও প্রথাগত বিদআত এবং সকল প্রকার জাহেলী রীতিনীতিকে পুরোপুরি ঘৃণা করতেন এবং তা নির্মূলের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

অথচ এসব ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ অবস্থা তো আমাদের সামনেই আছে। এই বিষয়ে যৎসামান্য মেহনত যা হচ্ছে তা পরিমাণ ও গুণগতমান দু'দিক থেকেই আরো অগ্রসর করা অপরিহার্য।

৬. নিজ সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য তা-ই পছন্দ করা

সাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত গুণাবলির নিশ্চিত ফলাফল এই ছিল যে, তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও আল্লাহর রাসূলের সীরাত ও সুন্নাহকেই পছন্দ করতেন, এরই আলোকে তাঁরা নিজ সন্তানের তরবিয়ত করতেন এবং সন্তানদেরকে এরই উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকেও এরই দিকে আহবান করতেন এবং তাদেরকে এই পবিত্র জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইতেন।

তাদের মাঝে এই হীনম্মন্যতা (বরং এই কপটতা ও নেফাকি) কল্পনাও করা যেত না যে, উসওয়ায়ে হাসানার উপর প্রতিষ্ঠিত করলে সন্তানদের হক খর্ব হয়!! কিংবা এই উসওয়ায়ে হাসানাহ থেকে বঞ্চিত রেখে সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষাও হতে পারে!! নাউযুবিল্লাহ।

৭. শুধু একটিমাত্র মাপকাঠি

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের কাছে হক-বাতিল, কল্যাণ-অকল্যাণ, আলো-অন্ধকার, সুপথ-বিপথ ও সফলতা-ব্যর্থতার একটিমাত্র মাপকাঠিই ছিল। আর তা হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনুল কারীম, তাঁকে প্রদত্ত সর্বশেষ জীবনপদ্ধতি-শরীয়তে মুহাম্মাদিয়া, তাঁর পবিত্র সীরাত ও সুন্নাহ তথা উসওয়ায়ে হাসানাহ।

৮. সুন্নাহর ভিন্নতা কিংবা ইজতিহাদের ভিন্নতায় অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

সীরাত ও সুন্নাহর বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটাও ছিল যে, তাঁরা সুন্নাহর ভিন্নতা ও ইজতিহাদের ভিন্নতার ক্ষেত্রে পরস্পর আলোচনা-পর্যালোচনা তো করতেন। কিন্তু পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, তর্কবিতর্কে লিপ্ত হতেন না; বরং প্রত্যেকে অন্যের আমলকে, অন্যের মতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃত্যু: ৭২৮ হি.) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের এই বিষয়টি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। আর সুন্নাহর বিভিন্নতা বা বৈধ মতপার্থক্য শিরোনামে তিনি নিজে এবং তাঁর শাগরিদ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন-আযানে তারজী' তথা শাহাদাতের বাক্যদুটির পুনরাবৃত্তি হবে কি হবে না, ইকামতের বাক্যগুলো দুই দুই বার করে পড়া হবে কি একবার করে, সিররী কিরাআতের (নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াতের) নামাযগুলোতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া হবে কি হবে না, আমীন উচ্চস্বরে বলা হবে নাকি নিম্নস্বরে, রুকু ইত্যাদির তাকবীরে হাত তোলা হবে কি হবে না ইত্যাদি। এছাড়াও এজাতীয় অনেক মাসআলা তাঁরা একত্র করেছেন, যাতে সাহাবা-যুগ থেকেই মতভিন্নতা চলে এসেছে এবং উভয় দিকেই সাহাবায়ে কেরামের আমলও রয়েছে। উভয় পক্ষেরই দলিল-প্রমাণ রয়েছে। তবে কোন পদ্ধতিটি উত্তম বা অগ্রগণ্য শুধু এটুকু নিরূপণের ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. লেখেন, যখন এই সবগুলো পদ্ধতিই বৈধ এবং প্রত্যেক পদ্ধতিতেই ইবাদত হয়ে যায় তখন উত্তম ও অগ্রগণ্য নিরূপণে যে মতপার্থক্য তা তো মারাত্মক কিছু নয়; বরং কখনো তো এমনও হয় যে, দলিল-প্রমাণের আলোকে উভয় পদ্ধতিই সমান। আর একটি পদ্ধতি উত্তম হলেও এর বিপরীত পদ্ধতিতে আমলকারীর প্রতি জুলুম করা জায়েয নয়। তার সম্পর্কে কটু কথা বলা ও তার দোষ অন্বেষণ করা জায়েয নয়।

তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। এমনকি মুজতাহিদ থেকে যদি কোনো ভুলও হয়ে যায় তবুও উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, তার নিন্দা করা জায়েয নয়।[28] [29]

সুন্নাহর বিভিন্নতা কিংবা ইজতিহাদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বিরত থাকা, একে অন্যকে রাসূলবিরোধী, সুন্নাহবিরোধী বা হাদীসবিরোধী প্রভৃতি উপাধিতে আখ্যায়িত না করা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই শিক্ষা ও সন্নাহর অনুসরণের শামিল। রিসালাতুল উলফা, আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ দ্বীন ও ড. আবদুল্লাহ যইফুল্লাহ রুহায়লীর 'দাওয়াতুন ইলাস সুন্নাহ ফী তাতবীকিস সুন্নাহ মানহাজান ওয়া উসলুবান' ইত্যাদি কিতাব থেকে এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও নির্দেশনা সম্পর্কিত হাদীস ও আছার অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

এসব মাসাইলে যে মতপার্থক্য তা কখনো নিন্দনীয় নয়, কিন্তু এই মতপার্থক্যকে বিবাদ-বিসংবাদের বুনিয়াদ বানানো চরম নিন্দনীয়। আর দুই পক্ষের যে কেউ অন্যের প্রতি কটুক্তি করলে তা হবে সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধিতা। চাই এটা তারা

---

[28] রিসালাতুল উলফাহ বাইনাল মুসলিমীন পৃ. ৪৬

[29] আরো দেখুন : আলফাতাওয়াল কুবরা ১/১৪০; ইকতিযাউস সীরাতিল মুসতাকীম ১/১২৪; মাজমুউল ফাতাওয়া ২৪/২৪২-২৫২, ১৯/১১৬-১২৮, ৩/২৮২-২৮৮, ৩১০-৩১৪, ৪১৫-৪২২, ২৪/১৭০-১৭৬; যাদুল মাআদ, ইবনুল কায়্যিম

আমল বিলহাদীসের নামেই করুক বা ধর্মীয় গায়রতের নামে করুক। আর সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে অপর সুন্নাহর উপর আমলকারীকে মন্দ বলা সরাসরি সুন্নাহর উপর আক্রমণের নামান্তর। আমাদেরকে সুন্নাহ অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু একটি সুন্নাহকে গ্রহণ করে অন্য সুন্নাহকে রহিত করা কিংবা তার অনুসারীদের নিন্দা করার অনুমতি কখনো দেওয়া হয়নি।

বর্তমানে এই বিপদটিই বড় হতে চলেছে। আমল বিল হাদীসের নামে সুন্নাহর বিরোধিতা, ইত্তেবায়ে সুন্নতের নামে উম্মতের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা আর তাকলীদের বিষয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার দরুণ কাউকে সামগ্রিকভাবে বিতর্কিত করা ও তার সকল ভালো দিকগুলো অস্বীকার করা হয়। অথচ সঠিক পথে অবিচল থাকা যেমন সুন্নাহ তেমনি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির প্রতি আপত্তি করার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বন করাও সুন্নাহ।

৯. ঐক্য ও প্রাধান্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দূরদর্শিতার ব্যবহার

দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে মানুষ এমন হাজারো অবস্থার সম্মুখীন হয় যখন একসঙ্গে অনেকগুলো হক ও দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। বাহ্যত মনে হয় এসব হক ও দায়িত্ব একসাথেই আঞ্জাম দেওয়া উচিত। অথচ তার পক্ষে কার্যত তা সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য পদ্ধতি অন্বেষণ কিংবা অগ্রাধিকারের নীতি অবলম্বন করা ছাড়া উপায় থাকে না। এ রকম পরিস্থিতিতে এটাই সুন্নাহ। আর তা এমন সুন্নাহ যে, তার সঠিক প্রয়োগের জন্য অনেক বেশি ধর্মীয় প্রজ্ঞার প্রয়োজন। কারো মধ্যে দ্বীনের ‘ফিকহে আম’ (সাধারণ বোধ) তৈরি না হলে এ সুন্নাহর উপর আমল করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির শিকার হবে।

এসব বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের স্বভাবেই ফিকহ দান করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যের বরকতে তাঁদের মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা জাগ্রত

হয়েছিল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাদের মাঝে স্তর ভিন্নতাও ছিল। এজন্য অন্যান্য দ্বীনী বিষয়ের মতো এ বিষয়েও তারা প্রয়োজনের সময় পরস্পর মতবিনিময় করে নিতেন। ছোটজন বড়জন থেকে জেনে নিতেন।

আজ আমাদের সমাজ যেসব কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার মধ্যে একটি মারাত্মক বিষয় হল সমন্বয় ও অগ্রাধিকারের বিষয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি, 'তাকদীমুল আহাম ফালআহাম' নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার সঠিক প্রয়োগের বিষয়ে ব্যর্থতা ও উদাসীনতা। এটি সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরযের চেয়ে নফলের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ, কবীরা গুনাহয় লিপ্ত থেকে সগীরা গুনাহর বিষয়ে শোরগোল, জীবনের বহিরঙ্গ পরিপাটি অথচ অন্দরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উদাসীন, মুস্তাহাব বিষয়ে যত্নবান অথচ মানুষের অধিকার হরণ, ইবাদত-বন্দেগীতে স্পৃহা অথচ হালাল জীবিকার বিষয়ে অনীহা, সুনানে আদিয়া তথা অভ্যাসগত সুন্নতের প্রতি তাকিদ অথচ অসংখ্য সুনানে হুদা ও প্রকৃত সুন্নাহর ব্যাপারে অকল্পনীয় উদাসীনতা, নিজের ও নিজের সন্তানের সংশোধন সম্পর্কে উদাসীন অথচ জাতি ও রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য উপসর্গ। আর এসবের ফলাফল এই যে, আমরা ফিকহুল আওলাওয়িয়াত তথা আলআহাম ফালআহাম-নীতির সঠিক জ্ঞান ও তার সমন্বয় প্রদানের ক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকি। অথচ সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১০. পূর্ণ নির্ভরতা ও তাৎক্ষণিক আমল

আমাদের অনেকের মাঝেই এই দুর্বলতা আছে যে, শরীয়তের বিধান জানার পরও-আল্লাহ মাফ করুন-কিছুটা দ্বিধা-সংশয় থেকে যায়। কোনো বিধান যদি যুক্তিবিরোধী মনে হয় বা নিজের অভ্যাস ও স্বভাববিরোধী হয় তবে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে মন প্রস্তুত হয় না। এ রকম আরেকটি ব্যাধি এই যে, তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় বিষয় জানার পরও আমলে বিলম্ব করা হয়, অন্তর তাৎক্ষণিকভাবে আমলে প্রস্তুত হয় না।

সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। নবী-শিক্ষার প্রতি তাঁদের ছিল পূর্ণ আস্থা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা ও তাঁর মানশা জানার পর এ বিষয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র সংশয়ও হত না। চাই তার যৌক্তিক উপযোগিতা জানা হোক বা না হোক, কিংবা সে বিধান তাদের স্বভাবের পূর্ণ বিরোধীই হোক। তাৎক্ষণিকভাবে আমল করতে গিয়ে অনেক ক্ষতির মুখোমুখি হলেও সর্বাবস্থায় তারা অম্লান বদনে সে আহকামের উপর আমল করতেন।

জিহাদের সফরে যখন খাদ্যের সংকট তখন গৃহপালিত গাধা হালাল মনে করে জবাই করে রান্না করতে শুরু করলেন। হাড়ি তখনও চুলায়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে হারাম হওয়ার সংবাদ পৌঁছামাত্রই হাড়ি উল্টে ফেলে দেওয়া হল।

অনেকের দীর্ঘ বছরের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। কিন্তু যখন মদ্যপান হারাম হওয়ার কথা শোনানো হল সাথে সাথে সকলেই নিজ নিজ মদের সোরাহি ভাঙ্গতে আরম্ভ করে দিলেন এবং মশকের মুখ খুলে মদ ঢালতে লাগলেন। এমনকি গোটা সড়ক মদে রঙিন হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা সাহাবা-জীবনের সৌন্দর্য।

সাহাবিদের নবী প্রেমের নমুনা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ " إِنَّهَا لاَ تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ تَنْكِي الْعَدُوَّ وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ "

‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ তা শিকার ও হত্যা করতে পারে

না, শত্রুকেও আঘাত করতে পারে না, কিন্তু তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়'।[30]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল রাযি.-এর জনৈক আত্মীয় একবার খাযফ করেছিল। তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাযফ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটা কোনও শিকার বধ করে না। লোকটি পুনরায় তা করল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন, তবুও তুমি আবার খাযফ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কখনও কথা বলব না।[31]

'খাযফ' অর্থ বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর পাথরের টুকরা রেখে শাহাদাত আঙ্গুলের সাহায্যে নিক্ষেপ করা। এটা শিশু ও বালকদের খেলাবিশেষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধের কারণ বর্ণনা করেন যে, এভাবে পাথর ছোঁড়ার দ্বারা ক্ষতি ছাড়া কোনও উপকার নেই। এর দ্বারা না কোনও শিকার হত্যা করা যায়, না শত্রুকে ঘায়েল করা যায়। বরং ক্ষতির ভয় আছে। হয়তো কারও চোখে মুখে লেগে যাবে। ফলে চোখ কানা হয়ে যেতে পারে কিংবা ভেঙে যেতে পারে দাঁত। তাই এ জাতীয় খেলা থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর শিক্ষা শতভাগ মেনে চলার চেষ্টা করতেন এবং তাঁরা বিশ্বাস করতেন তা মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ। তাই তাঁরা অন্যের কাছেও প্রচার করতেন। এ হাদীছটির বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযি.-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। একবার তাঁর কোনও এক আত্মীয়কে এভাবে পাথর ছুঁড়তে দেখে তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং তাকে জানালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু

[30] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীছ নং ৩২২৭

[31] সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬২২০; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ১৯৫৪; সুনানে আবূ দাউদ,হাদীছ নং ৫২৭০

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সে আত্মীয় বিষয়টিকে অতটা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। তাই আবারও সে একই কাজ করে বসে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযি. খুব রাগ করলেন এবং রাগ করে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে কখনও কথা বলব না।

ঈমানের দাবিতে কারও সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করা - তাঁর এ রাগ করাটা ছিল ঈমানের দাবি। একজনকে তার কাজের ভুল ধরিয়ে দেওয়া হবে আর কাজটি যে ভুল তার প্রমাণে হাদীছ পেশ করা হবে, তা সত্ত্বেও সে সেই ভুল কাজটি করে যাবে এবং হাদীছের প্রতি মর্যাদা দেখাবে না, এটা কী করে মেনে নেওয়া যায়? তার এ আচরণ হাদীছের প্রতি একরকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ। কেউ কোনও হাদীছের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবে আর কোনও ঈমানদার ব্যক্তি তা মুখ বুজে সহ্য করবে তা কখনও হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য ঈমানের তেজে জ্বলে ওঠা এবং তার সে আচরণের নিন্দা জানানো। একজন প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তিগত বিষয়ে সহজে ক্রুদ্ধ হয় না। কিন্তু দীন ও ঈমানের প্রশ্নে সে এক জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এ ব্যাপারে সে কখনও আপোস করতে পারে না। আপোস করলে তার ঈমানের অঙ্গহানি হয়। কেননা এক হাদীছে আছেঃ-

أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله

'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া ঈমানের সর্বাপেক্ষা শক্ত হাতল'।[32]

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ-

أفضل الأعمال: الحب في الله والبغض في الله

[32] মুসনাদ আবু দাউদ তয়ালিসী, হাদীছ নং ৭৮৩; খারাইতী, মাকারিমুল আখলাক, হাদীছ নং ৭৬১

"শ্রেষ্ঠতম আমল হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া"।[33]

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল রাযি. এই বলে রাগ প্রকাশ করেছেন যে, আমি তোমার সঙ্গে কখনও কথা বলব না। এ ক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এক হাদীছে তো কারও সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উত্তর হচ্ছে, সে নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তিগত বিষয়ে ও পার্থিব কাজে; দীনী বিষয়ে নয়। যে ব্যক্তি দীনের অমর্যাদা করবে কিংবা শিরক ও বিদ'আতী কাজে লিপ্ত থাকবে এবং বোঝালেও বুঝতে চাইবে না, তার সঙ্গে কথা বন্ধ করা তো তুচ্ছ বিষয়; বরং তার সঙ্গে স্থায়ীভাবেই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা উচিত।

তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখার অনুমতি আছে শাস্তিদানের জন্যও, যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে অপরাধকারী ব্যক্তির সংশোধন করা ও তার অন্তরে অনুশোচনা জাগ্রত করা। ধারণা করা যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল রাযি.-এর উদ্দেশ্যও সেরকমই ছিল।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয়ঃ

ক. এ হাদীছ দ্বারা শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কারও সামনে কোনও অন্যায় কাজ হতে থাকলে তার কর্তব্য সে কাজের প্রতিবাদ করা।

খ. যে কাজে কোনও উপকার নেই বরং ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তা থেকে বিরত থাকা উচিত। যেমন গুলতি দিয়ে খেলা করা, নির্দিষ্ট কোনও নিশানা ছাড়া পিস্তল ও বন্দুকের গুলি ছোড়া, আতশবাজি করা ইত্যাদি।

গ. কারও সংশোধনের উদ্দেশ্যে কথা বন্ধ রাখার শাস্তি দেওয়া জায়েয।

---

[33] সুনানে আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৫৯৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২১৩০৩

ঘ. কারও সামনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনও হাদীছ পেশ করা হলে তার কর্তব্য- সে হাদীছ অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করা এবং কোনও ওযরবশত আমল করতে না পারলে অন্ততপক্ষে হাদীছটির প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

সীরাত ও সুন্নাহ : সঠিক অন্বেষণ, সঠিক অনুসরণ (ঘ)

মানুষের জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও নমুনা। আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাবের মাঝে একটি শূন্যতা যেমন রেখেছেন তেমনি রেখেছেন পূর্ণতার একটি উপকরণ। শূন্যতাটি হচ্ছে, কোনো নমুনা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। আর পূর্ণতার উপকরণটি হচ্ছে অনুকরণের যোগ্যতা। স্বভাবগতভাবেই মানুষ অনুকরণপ্রিয়। অনুকরণের তার প্রয়োজনও আছে। স্বভাবের এই চাহিদা ও প্রয়োজনটি তখনই যথার্থরূপে পূরণ হয় যখন মানুষ জীবন ও কর্মের একটি উত্তম নমুনা খুঁজে পায় এবং তার অনুকরণ ও অনুসরণের তাওফীক-প্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সেই নমুনা বানিয়েছেন শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তাঁর জীবন ও কর্ম, শিক্ষা ও আদর্শ মানবজাতির জন্য আসমানী নমুনা, যার অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যেই মানুষের দো’ জাহানের মুক্তি ও সাফল্য।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যেমন আলকুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন তেমনি কুরআনের শিক্ষা ও বিধানের বাস্তব রূপ হিসেবে দান করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও উসওয়া। কুরআন মাজীদের শিক্ষা ও বিধানকে যখন সুন্নাহ ও উসওয়ার আলোকে জানা হবে ও মানা হবে তখন সেটাই হবে আল্লাহ তাআলার যথার্থ ফরমাবরদারী। এ ফরমাবরদারীর মাধ্যমেই মানুষের জীবন হয়ে উঠতে পারে সফল ও সুন্দর, নির্মল ও জ্যোতির্ময়।

জীবনের কোনো ক্ষেত্রই এই অন্বেষণ-অনুসরণের গণ্ডির বাইরে নয়। আমাদের চেতনা-বিশ্বাস, জীবন-দর্শন, জীবন বোধ, উৎসব-উপাসনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, বিয়ে-শাদী, লেনদেন, নীতি-নৈতিকতা, আইন-বিচার, সবকিছুই এই অন্বেষণ-অনুসরণের গণ্ডির ভিতরে। এইসকল ক্ষেত্রে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ জানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। আমাদের ঈমানের কালেমা- 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'-এর দাবির মাঝেই রয়েছে এই অন্বেষণ ও অনুসরণের অঙ্গিকার। সুন্নাহ ও উসওয়ার এই ইলম সেই ইলমেরই অন্তর্ভুক্ত, যার কথা বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদীসে- 'তলাবুল ইলমি ফারিযাতুন আলা কুল্লি মুসলিম'। ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

সুন্নাহ ও উসওয়ার অন্বেষণ ও অনুসরণের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব বুঝে এলে খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারব যে, এটি শুধু রবীউল আওয়াল মাসকেন্দ্রিক কোনো ব্যাপার নয়, নয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্য দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার মতো বিষয়। এটি তো জীবনব্যাপী মগ্নতার বিষয়, যা খুব যত্নের সাথে অর্জন করতে হয় আর নিষ্ঠার সাথে পালন করে যেতে হয়।

সীরাত : মানব জীবনের সর্বোত্তম নমুনা (ঙ)

সূরাতুল আহযাবের ২১ নং বিখ্যাত আয়াত টি হচ্ছে

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"[34]

[34] সূরা আহযাব ৩৩ : ২১

যেখানে আল্লাহ পাক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে, তিনি আল্লাহভীরুদের 'উসওয়ায়ে হাসানা' উত্তম আদর্শ। রাসূল এবং পয়গম্বর যিনি হন, তিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য আদর্শ নিয়ে আসেন এবং আদর্শ হয়ে আসেন। আল্লাহ পাক তাঁর হেদায়েত ও পথনির্দেশ পৌঁছাবার জন্য মানবজাতির মধ্য থেকে তাঁর কিছু বিশিষ্ট বান্দাকে নির্বাচন করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁর পথনির্দেশ বান্দাদের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত আদম আ. থেকে নবী ও রাসূলের এই ধারা আরম্ভ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সূরাতুল বাকারায় আছে, হযরত আদম আ.-কে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যখন তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়-

قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"তোমরা পৃথিবীতে নেমে যাও, এরপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের নিকট হেদায়েত ও পথনির্দেশ আসে তো যারা এই পথনির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না"।[35] তো আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর মাধ্যমে হেদায়েত পাঠানোর ধারা শুরু করেছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সেই ধারাকে পূর্ণাঙ্গ ও সমাপ্ত করেছেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের জীবনের শেষ দিকে বিদায় হজ্বের সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই আয়াত নাযিল হয়েছে-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করলাম। তোমাদের উপর আমার নিআমতকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন

[35] সূরা বাকারা ২ : ৩৮

হিসেবে মনোনীত করলাম”।[36] এটা হল আদম আ. থেকে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পথনির্দেশ প্রেরণের যে ধারার সূচনা হয়েছিল সেই ধারার সমাপ্তি। আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনই অনুসরণীয়, সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয়। নবী ও রাসূলগণ নিছক ‘বার্তাবাহক’ ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন ঐ আসমানী বার্তার বাস্তব নমুনাও। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছে যে শিক্ষা ও বিধান পাঠিয়েছেন তাঁরা ছিলেন ঐ শিক্ষার বাস্তব নমুনা। আম্বিয়ায়ে কেরাম তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আর এইসব বিষয়ের প্রতি তাঁদের ঈমানই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। তাঁরা আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন আর তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় আবেদ। তারা বান্দার হকের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আর বান্দার হক কীভাবে আদায় করতে হয় তা তাদের কর্ম দ্বারা দেখিয়ে গেছেন। তারা উত্তম স্বভাব-চরিত্রের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আর তারাই ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত শিক্ষা ও বিধানের তাঁরা ছিলেন বাস্তব নমুনা। কুরআন মাজীদে আম্বিয়ায়ে কেরামের গুণাবলী এবং তাঁদের দাওয়াতের যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা এই বাস্তবতার দলীল। কুরআনের সেই বৃত্তান্ত এক মধুর দৃষ্টান্ত। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাভী রাহ.-এর ভাষায় কুরআন যখন আম্বিয়ায়ে কেরামের গুণাবলী বয়ান করে তখন যেন মনভরে প্রিয়ের কাহিনী বর্ণনা করে। তো সূরাতুল আহযাবের এই বিখ্যাত আয়াতে ‘তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ’। এতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহান বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। তিনি আল্লাহর বাণী ও বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাঁর গোটা জীবন ও কর্ম ছিল তারই বাস্তব নমুনা। তাঁর অনুকরণের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব। এরপর বলা হয়েছে, এই আদর্শ তাদের জন্য, অর্থাৎ এই আদর্শ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে, যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করে। আর শেষ দিবসকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। নবী-আদর্শ দ্বারা উপকৃত কারা হয় তিনি সবার ‘উসওয়া’ ও আদর্শ।

---

[36] সূরা মায়েদা (৫) : ৩

কিন্তু বাস্তবে এই উসওয়া দ্বারা উপকৃত তারাই হবে, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতকে ভয় করে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করে এবং আখেরাতে নাজাতের প্রত্যাশা করে। আর সে কারণে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। দেখুন, কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রেও এই কথা। কুরআন নাযিল হয়েছে সকল মানুষের জন্য। কিন্তু কুরআন দ্বারা উপকৃত হয় তারাই, যাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে। সুরাতুল বাকারার শুরুতে কুরআনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে- هدى للمتقين অর্থাৎ এই কিতাব মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত; কুরআন যদিও নাযিল হয়েছে সকল মানুষের হেদায়েতের জন্য কিন্তু বাস্তবে এই কুরআনের মাধ্যমে তারাই হেদায়েত পাবে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. বলেছেন, এর কারণ হচ্ছে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সেই তো আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ তালাশ করবে আর তখন সে কুরআনে পেয়ে যাবে কোন্ কাজ আল্লাহর পছন্দ আর কোন্ কাজ অপছন্দ। অন্তরের খোদাভীতি ও আল্লাহর রেযামন্দির অন্বেষার কারণে সে কুরআনের বিধান মোতাবেক চলবে এবং দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ লাভ করবে।

কুরআন যদিও নাযিল হয়েছে সকল মানুষের হেদায়েতের জন্য কিন্তু বাস্তবে তারাই কুরআন দ্বারা সুপথপ্রাপ্ত হবে, যাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে। কুরআন সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও একই কথা। কুরআন দ্বারা যেমন শুধু তারাই সুপথপ্রাপ্ত হয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে তেমনি আল্লাহর রাসূলের উসওয়া দ্বারাও তারাই উপকৃত হয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্য প্রত্যাশা করে। এখান থেকে কয়েকটি বিষয় বের হয়ে আসে। প্রথম বিষয় হল, কুরআনের বাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য, কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য, তেমনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও জীবনাদর্শ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য, সীরাত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়া। আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান, আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ভয়। কুরআন মাজীদ যখন নাযিল হচ্ছিল তখন কিছু মানুষের অবস্থা

এই ছিল যে, কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হচ্ছে আর তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুরআনের নতুন নতুন বাণী ও বিধান আসছে আর তাদের আনুগত্য বাড়ছে, ইলম ও হিকমতের নতুন নতুন দিগন্ত তাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি বাণী, একেকটি কর্ম, তাঁর পবিত্র জীবনের একেকটি অধ্যায় তাঁদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে আর তাদের ঈমান বাড়ছে। এরা হচ্ছেন ঐ সকল সৌভাগ্যবান, যাঁদের আল্লাহ ঈমান দান করেছিলেন, ফলে ঈমানের আলোয় তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উন্মুক্ত ও আলোকিত ছিল।

অন্যদিকে কিছু লোক এমনও ছিল, যখনই কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে তাদের কুফর বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী ও কর্ম সামনে এসেছে, তাদের কুফর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই আয়াতকে তারা অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মকে অবজ্ঞা করেছে, এভাবে তাদের কুফর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এই দুই সম্প্রদায়ের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই কিতাব ও সুন্নাহ থেকে উপকৃত হওয়ার সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে, ঈমান ও তাকওয়া। ঈমান ও তাকওয়া থাকলে কুরআন তাকে পথ দেখাবে। সীরাত ও সুন্নাহ তাকে পথ দেখাবে। এজন্য ঈমান শিখতে হয়, অর্জন করতে হয়। সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন-

تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا

“আমরা ঈমান শিখেছি। এরপর কুরআন শিখেছি। ফলে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে”।[37]

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা শুধু কিতাব পাঠাননি কিতাবের সাথে সেই কিতাবের আমলী নমুনাও পাঠিয়েছেন। সেই আমলী নমুনা হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

[37] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৬১

নবী-প্রীতি ঈমানের অঙ্গ (চ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ قَالَ : وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ قَالَ : وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি অবশ্য অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।’ তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘তুমি কী বলছ, তা ভেবে দেখ’। সে বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি অবশ্য অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।’রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বললেন, ‘তুমি কী বলছ, তা ভেবে দেখ’। সে পুনরায় বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি অবশ্য অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।’একই কথার তিনবার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেন, ‘যদি তুমি আমাকে ভালোবেসেই থাকো, তাহলে দারিদ্রের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো। কেননা, যে আমাকে ভালবাসবে, স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার নিকট আগমন করবে’।[38]

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ ও শাখা মাসায়েল (ক)

নিঃসন্দেহে দীনের সকল বিধান এক ধরণের নয়, বরং তার মধ্যে কিছু মৌলিক আর কিছু শাখা পর্যায়ের। শাখা পর্যায়ের মাসায়েলকে ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করা বা ফির্কা সৃষ্টি করা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। সাথে সাথে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সকল বিধান তা ছোট হোক বা বড়, মৌলিক

---

[38] তিরমিযী ২৩৫০, সিলসিলা সহীহাহ ২৮২৭

হোক বা শাখা স্তরের, কোন একটিও অপ্রয়োজনীয় এবং উদ্দেশ্যবিহীন নয়। রাসুল কারীম (ﷺ) এর কোন কোন সুন্নাতকে শাখা পর্যায়ের বলে উপেক্ষা করা অথবা তার গুরুত্ব হ্রাস করা নিঃসন্দেহে সূন্নাতে রাসূলকে অসম্মান করার নামান্তর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর কোন মুমিনের কাজ এটা নয় যে রাসূল আকরাম (ﷺ) এর কোন বিধানকে শাখা পর্যায়ের বলে উপেক্ষা করবে, অথবা প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বলে ভাগ করে যা ইচ্ছা আমল করবে আর যা ইচ্ছা ছেড়ে দিবে। শারীআতের সকল সুন্নাতের উপর সমানভাবে আমল করতে হবে। যে ব্যক্তি ছোট স্তরের সূন্নাতের উপর আমল করে না সে বড় ধরণের সূন্নাতগুলো মতে কিভাবে আমল করবে? জনৈক সালাফের উক্তি আছে যে, একটি পূণ্যের বদলা হলো আর একটি পূণ্যের তৌফীক হওয়া, আর একটি পাপের সাজা হলো অপর একটি পাপে লিপ্ত হওয়া। অতএব এটা দুরের কথা নয় যে, সূন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর সম্মান রক্ষার্থে যে ব্যক্তি ছোট ছোট সূন্নাতের উপর আমল করবে আল্লাহ তাআলা তাকে বড় বড় সূন্নাতসমূহের উপর আমল করার তাওফীক দিয়ে দিবেন। পক্ষান্তরে যারা ছোট ছোট সূন্নাতসমূহকে শাখা মাসায়েল বলে উপেক্ষা করার সাহস করে, আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে বড় বড় সূন্নাতসমূহের উপর আমল করাও ছিনিয়ে নেন। আমাদেরকে অনুরূপ অবস্থা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ রাসূল প্রেমের বাস্তব মাপকাঠি (ক)

রাসূল আকরাম (ﷺ) এর মহব্বত ও প্রেম প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের একটি অংশ, বরং তা-ই প্রকৃত ঈমান। স্বয়ং নাবী আকরাম (ﷺ) বলেছেন:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারেনা যতক্ষণ না সে আমাকে তার সন্তান, মাতা পিতা এবং সকল লোক থেকে বেশী ভালবাসে"।[39]

এক সাহাবী রাসূলাল্লাহ (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে নিজের জান, মাল এবং পরিবার পরিজন থেকেও অনেক বেশী ভালবাসি, যখন নিজের ঘরে পরিবার পরিজনের সাথে থাকি এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের খেয়াল হয়, তখন দৌড়ে চলে আসি, আপনাকে দেখে স্বান্তনা অনুভব করি। কিন্তু যখন আমি নিজের ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং ভাবতে থাকি যে, আপনিতো জান্নাতে নবীগণের সাথে সর্বোচ্চ স্থানে থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও আপনার পর্যন্ত তো পৌঁছতে পারবনা এবং আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকেও বঞ্চিত হব, তখন উদাসীন হয়ে যাই, তখন আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার এই আয়াত নাযিল করলেন:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَـٰٓئِكَ رَفِيقًا

অর্থাৎ "যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে তারা সে সকল লোকদের সাথে থাকবেন যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার করুণা রয়েছে, আর তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম"।[40]

সাহাবীর মুহাব্বাত প্রকাশের উত্তরে আল্লাহ তাআলা রাসূলের আনুগত্যের আয়াত নাযিল করে একথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, যদি তোমার প্রেম সত্য হয় এবং যদি সত্যিকার অর্থে নাবীর সঙ্গ লাভ করতে চাও, তাহলে তার একমাত্র পন্থা হল রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করা।

---

[39] বুখারী ১৫, মুসলিম ১৭৮

[40] সূরা নিসা, আয়াত নং- ৬৯

সাহাবা’ কিরামের জীবনে একটু দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে দেখুন, তাঁরা কিভাবে ইশক ও মহাব্বতের হক আদায় করেছেন, রাসূল করীমের পবিত্র জীবনের এমন কোন মূহূর্ত নেই যাতে তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর কথা গুরুত্ব সহকারে শুনেন নি, বা তাঁর কর্মকে গুরুত্ব সহকারে দেখেন নি, অতঃপর সে মতে পুরোপুরি আমলের চেষ্টা করেন নি। নাবী (ﷺ) কিভাবে শয়ন-জাগরণ করতেন, কিভাবে পানাহার করতেন, কিভাবে উঠা-বসা করতেন, কিভাবে মুসাফাহা ও মুআনাকা করতেন, কিভাবে সালাত ও সিয়াম আদায় করতেন, কিভাবে পরিবার ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আদায় করতেন? সাহাবীগণ নাবী (ﷺ) এর এক একটি কর্মকে গভীরভাবে দেখেছেন অতঃপর তাঁর আনুগত্যেয় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সাথে মুহাব্বতের হক আদায় করেছেন। সুতরাং নাবী (ﷺ) এর সাথে ভালবাসার চাহিদা হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে যেন তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়, যে মুহাব্বাত সুন্নাহ মোতাবেক আমল শিক্ষা দিবে না সেটি নিছক ধোঁকা মাত্র, যে মহব্বাত রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ শিখাবে না সেটি মিথ্যা ও মুনাফেকী, যে মহব্বাত রাসূলের অনুসরণের আদব শিক্ষা দেয়না, সেটি লোক দেখানো বৈ কিছু নয়। যে মহব্বাত রাসূলের সূন্নাতের কাছাকাছি নিয়ে যাবেনা সেটি আবুলাহাবী কাজ। নিজকে মুস্তফা (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছাও, এটিই হল সম্পূর্ণ দীন। যদি তাঁর পর্যন্ত না পৌঁছে তবে তা হবে আবু লাহাবী।

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ এবং দূর্বল ও জাল হাদীসের বাহানা (ক)

সহীহ হাদীসের সাথে জাল ও যয়ীফ হাদীসের সংমিশ্রনের বাহানা করে হাদীসের ভান্ডারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে সুন্নাহ থেকে বিমুখ হওয়ার পন্থা অবলম্বন করা মূলতঃ হাদীস শাস্ত্র থেকে অজ্ঞতার পরিণামফল। ভেবে দেখুন কখনও বাজার থেকে আপনার কোন ঔষধ খরিদ করার প্রয়োজন হলে তখন কি আপনি এই অজুহাত দেখিয়ে ঔষধ ক্রয়ের ইচ্ছা ছেড়ে দিবেন যে, বাজারে আসল ও নকল উভয় রকমের ঔষধ পাওয়া যায়? তখন তো এটাই করতে হবে যে, খুব যাচাই বাছাই করে অথবা কোন ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে আসল ঔষধ খরিদ করতে হবে,

ঔষধ ক্রয়ের ইচ্ছাই বাদ দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। যেমনি তাওহীদের সাথে শিরকের সংমিশ্রণ হওয়াটা তাওহীদ ছেড়ে দেয়ার অজুহাত হতে পারে না এবং ভাল কাজের সাথে খারাপ কাজের সংমিশ্রণ হওয়াটা ভাল কাজ ছেড়ে দেয়ার অজুহাত হতে পারেনা। তদ্রুপ সহীহ হাদীসের সাথে যয়ীফ বা জাল হাদীসের সংমিশ্রন হওয়াটাও সহীহ হাদীস মতে আমল করার পথে কোন বাধা হতে পারে না। অতএব, প্রয়োজন হলো দুনিয়ার বিষয়ের মত দ্বীনি বিষয়েও যাচাই বাছাই করতে হবে, সহীহ হাদীসসমূহ সত্য অন্তরে গ্রহণ করে সে মতে আমল করতে হবে। আর যয়ীফ ও মাওযূ' তথা দুর্বল ও জাল হাদীসকে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিতে হবে।

মহিমান্বিত ইমামগণের দৃষ্টিতে সুন্নাহ (ক)

রাসূলুল্লাহ(ﷺ) এর সুন্নাহ বর্তমান থাকাবস্থায় সকল ইমাম তাঁদের উক্তি ও মত ত্যাগ করে সুন্নাহ মতে আমল করার আদেশ দিয়েছেন।

سُئِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى إِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَكِتَابُ اللهِ يُخَالِفُهُ قَالَ اتْرُكُوا بِكِتَابِ اللهِ، فَقِيلَ إِذَا كَانَ خَبَرُ الرَّسُوْلَ يُخَالِفُهُ؟

قَالَ أَتْرُكُوا قَوْلِي بِخَبَرِ رَسُولِ اللهِ ، فَقِيلَ أَذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ؟

قَالَ أُتْرُكُوا قَوْلِي بِقَوِلِ الصَّحَابَةِ. ذَكَرَهُ فِي عِقْدِ الْجِيِدِ.

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) থেকে জিজ্ঞেস করা হল, যদি আপনার কোন উক্তি কুরআনের বিরুদ্ধে হয় তাহলে কি করতে হবে? তিনি বললেন: কুরআনের জন্য আমার কথা ছেড়ে দাও। তারপর জিজ্ঞেস করা হল, যদি হাদীসের বিরুদ্ধে হয়? তিনি বললেন: হাদীসের জন্য আমার কথা পরিহার কর। আবার জিজ্ঞেস করা

হল, যদি আপনার কথা সাহাবীদের কথার বিপরীত হয়? তিনি বললেন: সাহাবীদের কথার জন্যও আমার কথা পরিহার কর।[41]

قَالَ مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأَصِيبُ فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ وَكُلُّ مَالَمْ يُوَافِقُ فَاتْرُكُوهُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبِرَ فِي الْجَامِعِ

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন: আমি মানুষ। ভূলশুদ্ধ দু'টোই করি। আমার রায় দেখ, যা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হয় তা গ্রহণ কর এবং যা তার বিপরীত হয় তা প্রত্যাখ্যান কর।[42]

عَنِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعُوا مَا قُلْتُ وَفِي رِوَايَةٍ فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَالنَّوَوِي وَابْنُ القَيِّمِ

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন: "তোমরা যখন আমার কিতাবে রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাবে তখন আল্লাহর রসুলের সুন্নাহ অনুসারে কথা বলবে, আমার কথা ছেড়ে দিবে। অন্য বর্ণনায় আছে তোমরা তারই অনুসরণ কর। অন্য কারো কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ কর না"।[43]

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَا تُقَلِّدُونِي وَلَا تُقَلِّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِى وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا ذَكَرَهُ الفلاني

---

[41] (ইকদুলজীদ।) হাকীকাতুল ফিকহ, মুহাম্মদ ইউসুফ জয়পুরী, পৃঃ ৬৯।

[42] (আল-জামে- ইবনু আবদিল বার) আল হাদীসু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, পৃঃ৭৯।

[43] ইবনু আসাকির, নববী, ইবনুল কাইয়্যিম। হাকীকাতুল ফিকবহ, পৃঃ ৭৫।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রঃ) বলেন: তোমরা আমার, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আউযায়ী এবং ছুফিয়ান সাওরীর ত্বাকলীদ করবে না। বরং তারা যে উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন তোমরাও সেই উৎস থেকেই গ্রহণ কর।[44]

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ. ذَكَرَهُ فِي الْمِيزَانِ

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন: হে লোক সকল! দ্বীনে নিজের মন থেকে কিছু বলা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা সুন্নাহের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করে নাও। যে ব্যক্তি সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাবে সে পথভ্রষ্ট হবে।[45]

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর উক্তিমতে হাদীস মোতাবেক আমল হল হিদায়াত। আর হাদীসের বিপরীত হল গোমরাহী।

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَمْ يَزِلِ النَّاسُ فِي صَلَاحِ مَا دَامَ فِيهِمْ مِنْ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فسدوا. ذَكَرَهُ الشَّعْرَانِي فِي الْمِيزَانِ

---

[44] (হিমামু উলিল আবছার-ফালানী) আল হাদীসু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী, আল্লামা নছিরুদ্দীন আলবানী, পৃঃ ৮০।

[45] (আল-মীযান - ইমাম শারানী।) হাকীকাতুল ফিকহ, পৃঃ ৭২।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন: মানুষ ততক্ষণ হিদায়েতের উপর থাকবে, যতক্ষণ তাদের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান অর্জনকারী থাকবে। যখন হাদীস ব্যতীত দীনের জ্ঞান অর্জন করা হবে তখন মানুষ ধ্বংস ও ফাসাদের লিপ্ত হবে।[46]

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর সুন্নাহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের মতামত তালাশকারী ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম মালিক (রঃ) ফিতনায় পতিত হওয়া বা আযাবে গ্রেফতার হওয়ার সতর্কবাণী করেছেন।

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ ؟ قَالَ مَالِكٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣:٢٤) رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

এক ব্যক্তি ইমাম মালিক (রঃ) এর কাছে আসলেন এবং কোন একটি মাসাআলা জিজ্ঞেস করলেন, ইমাম মালিক বললেন: এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ(ﷺ) এর ইরশাদ হল এই। লোকটি বলল: এ ব্যাপারে আপনার কি মত? ইমাম মালিক উত্তরে একটি আয়াত পড়লেন, যার অর্থ হলো, 'যারা আল্লাহর রাসুলের আদেশের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত, যেন, কোন ফিতনা বা কষ্টদায়ক শাস্তি তাদের গ্রাস না করে।[47]

সূন্নাতে রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর কিছু উক্তি

اجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ. ذَكَرَهُ ابْنِ قَيِّمٍ وَالفَلَانِيُّ

[46] মীযান হাকীকাতুল ফিকহ, পৃঃ ৭০।

[47] (শরহুসসুন্নাহ) শারহুস্ সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২১৬।

"সকল মুসলিম এ কথায় একমত যে, যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত হবে তার জন্য কোন লোকের কথার খাতিরে সুন্নাহ ছেড়ে দেয়া অবৈধ হবে"।[48]

إِذَا رَأَيْتُمُونِي أَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ ﷺ خِلَافُهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ عَسَاكِرٍ.

"যখন তোমরা আমাকে নাবী কারীম (ﷺ) এর সহীহ সূন্নাহের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে দেখবে, তখন মনে করবে যে আমার জ্ঞান চলে গেছে। ইবনু আবী হাতিম, ইবনু আসাকির"।[49]

عَنْ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَفِي رِوَايَةٍ أَذَا رَأَيْتُمْ كَلَامِي يُخَالِفُ الْحَدِيثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاضْرِبُوا بِكَلَامِي الْحَائِطِ ذَكَرَهُ فِي عِقْدِ الْجِيدِ.

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন: যদি সহীহ হাদীয় পাওয়া যায় তবে তা হবে আমার মাযহাব। অপর বর্ণনায় আছে, যখন তোমরা আমার কথাকে হাদীসের বিরুদ্ধে পাবে তখন হাদীস মতে আমল কর এবং আমার কথাকে দেয়ালে ছুঁড়ে মার।[50]

কোন ব্যক্তির কথার খাতিরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাহ ছেড়ে দেয়াকে ইমাম আহমাদ ধ্বংসের কারণ মনে করতেন।

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى: مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ. ذَكَرَهُ ابْن الْجُوْزِيُّ

---

[48] ইবনুল কায়্যিম, ফাল্লানী। আল হাদীসু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, পৃঃ ৮০।

[49] ওজুবুল আমাল বিসুন্নাতি রাসূলিল্লাহ, শায়খ ইবনু বায, পৃঃ ২৪।

[50] ইকদুলজীদ। হাকীকাতুল ফিকহ, পৃঃ ৭৪।

ইমাম আহমাদ বলেন: যে ব্যক্তি রাসুল (ﷺ) এর হাদীসকে পরিত্যাগ করল সে যেন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল।[51]

وَقَالَ: رَأَى الْأَوْزَاعِيَ وَرَأَى مَالِكٍ وَرَأَى أَبِي حَنِيفَةَ كُلُّهُ رَأَيْ وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ وَإِنَّمَا الْحُجَّةِ فِي الْآثَارِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْجَامِعِ.

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন: ইমাম আউযায়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুমুল্লাহ এর মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তির কথা হল একটি অভিমত মাত্র। আমার কাছে সব সমান। প্রমাণ শুধু রাসূলুল্লাহ(ﷺ) এর সূন্নাতেই রয়েছে। আল জামে- ইবনু আবদিল বার।[52]

---

51 ইবনুল জাওযী, আল মানাকিব: ১৮২

52 জামিউ ইবনু আব্দিল বারঃ ২/১৪৯।

৩. জীবন্ত সুন্নাহ

সুস্পষ্ট দ্বীন চল্লিশ হাদীসে [ছ]

হযরত সালমান রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, ওই চল্লিশ হাদীস কী? যেগুলো সম্পর্কে বলেছেন, যে এগুলো হিফজ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

১. তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।

২. আখেরাতের উপর ঈমান আনবে।

৩. ফেরেশতাদের অস্তিত্বের উপর ঈমান আনবে।

৪. সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনবে।

৫. সকল নবীদের উপর ঈমান আনবে।

৬. মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনবে।

৭. তাকদীরের উপর ঈমান আনবে যে, ভালোমন্দ যা-কিছু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

৮. সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৯. প্রত্যেক নামাযের সময় পরিপূর্ণ ওযু করে নামায কায়েম করবে। (পরিপূর্ণ ওযুর অর্থ হলো আদব ও মুস্তাহাব বিষয়সমূহ খেয়াল করে ওয় করা। প্রত্যেক

নামাযের জন্য নতুন ওযু করা মুস্তাহাব। আর নামায কায়েম করার অর্থ হলো তার বাহ্যত ও আভ্যন্তরীণ সকল আদবের প্রতি লক্ষ রাখা।)

১০. যাকাত আদায় করবে।

১১. রমাযানের রোযা রাখবে।

১২. সম্পদ থাকলে হজ্জ করবে।

১৩. বারো রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ দৈনিক আদায় করবে; ফজরের পূর্বে দুই রাকাত, যোহরের পূর্বে দুই রাকাত, যোহরের পর দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত এবং এশার পর দুই রাকাত।

১৪. বিতর কোনো রাতে বাদ দেবে না।

১৫. আল্লাহর সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরীক করবে না।

১৬. মাতাপিতার নাফরমানী করবে না।

১৭. অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণ করবে না।

১৮. মদ পান করবে না।

১৯. যিনা করবে না।

২০. মিথ্যা শপথ করবে না।

২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

২২. কুপ্রবৃত্তির বাসনা পূরণ করবে না।

২৩. মুসলিম ভাইয়ের গীবত করবে না।

২৪. সতী-সাধ্বী নারী ও নিষ্কলুষ পুরুষকে অপবাদ দেবে না।

২৫. মুসলিম ভাইয়ের খেয়ানত করবে না।

২৬. খেলতামাশায় নিমগ্ন হবে না।

২৭. যারা তামাশা করে, তাদের সাথে শরীক হবে না।

২৮. কোনো খাটো মানুষকে দোষারোপ করে খাটো বলবে না।

২৯. কারও সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে না।

৩০. মুসলমানের চুগলী করবে না।

৩১. আল্লাহ পাকের নেয়ামাতের জন্য তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

৩২. বালা-মসিবতে সবর করবে।

৩৩. আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হবে না।

৩৪. আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না।

৩৫. বরং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।

৩৬. আল্লাহর কোনো মাখলুককে লানত করবে না।

৩৭. সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের অযীফা বেশি বেশি করবে।

৩৮. জুমা ও দুই ঈদের জামাতে উপস্থিত হওয়া ছাড়বে না।

৩৯. এ কথার বিশ্বাস রাখবে যে, তুমি যে কষ্ট ভোগ করবে এবং যে শান্তি লাভ করবে, সেটা তোমার ভাগ্যে ছিল, সেটা হবেই, সেটা তোমার থেকে ছুটতে পারবে না। আর যেটা তুমি পাবে না, সেটা কোনোভাবেই পাবে না।

৪০. আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত কোনো অবস্থাতেই ছাড়বে না।

হযরত সালমান রাযি. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, যে এগুলো আত্মস্থ করবে, সে কী বিনিময় পাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা তার হাশর আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আলেমদের সাথে করাবেন।[53]

অনুপম চরিত্রের বর্ণনা (ছ)

সহীহ বুখারীতে হযরত আতা রাযি. থেকে একটি হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ অনুপম চরিত্রের বিবরণ রয়েছে এবং সেখানের কিছু গুণাবলী কুরআন মাজীদেও উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসে কুদসীটি নিম্নরূপ:

১. হে নবী! নিশ্চয় আমরা আপনাকে নিজের উম্মতের সাক্ষী, অনুসারীদের সুসংবাদদাতা, বিপথগামীদেরকে আযাব থেকে ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের আশ্রয়দাতারূপে প্রেরণ করেছি।

২. আপনি আমার (বিশেষ থেকে বিশেষ) বান্দা ও রাসূল।

৩. আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) রাখলাম। (কেননা প্রতিটি বিষয়ে আপনি আমার উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেন।)

---

[53] কানযুল উম্মল ১০/২৮৯

৪. তিনি রুক্ষ মেযাজের নন এবং কঠোরভাষী নন।

৫. বাজারে হৈচৈকারী নন।

৬. মন্দের বিনিময় কখনো মন্দভাবে দেন না।

৭. বরং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন, যেন তিনি কুরআনের নির্দেশ; (মন্দের বিনিময় অনেক ভালোভাবে দেবে)[54] এর মূর্তপ্রতীক ছিলেন।

৮. আল্লাহ রাসূলকে তখন পর্যন্ত মৃত্যু দেবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট সম্প্রয়দায়কে তাঁর মাধ্যমে সঠিক পথে না আনবেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এ সকল লোক لَا إِلَهَ إِلَّا الله পড়ে সাচ্চা মুসলমান না হবে।

৯. তাঁকে ততক্ষণ ওফাত দেবেন না, যতক্ষণ কাফেরদের অন্ধচক্ষুরে দৃষ্টিশীল না করবেন।

১০. এবং বধির কান ও পর্দাবৃত অন্তরসমূহকে খুলে না দেবেন।[55] কোনে কোনো বর্ণনাতে[56] আরও এসেছে,

১১. আমি তাকে প্রত্যেক উত্তম গুণাবলী দিয়ে ঠিক করতে থাকব।

১২. প্রত্যেক অনুপম চরিত্র তাঁকে দিতে থাকব।

১৩. আমি প্রশান্তিকে তার পোশাক এবং নেককে তাঁর দেহের সঙ্গে মিলিত বস্ত্র বানিয়ে দেব।

---

[54] সূরা ফুসসিলাত (৪১) : ৩৪

[55] সহীহ বুখারী, হাদীস ২১২৫

[56] যেমন দালায়েলুন নবুয়াহ, আবু নুআইম আছপাহানী ১/৭২ (৩৩)

১৪. পরেহেযগারীকে তার অন্তর বানিয়ে দেব।

১৫. হেকমতকে তার সুচিন্তিত কথা বানিয়ে দেব।

১৬. সততা ও বিশ্বস্তাকে তার স্বভাবে পরিণত করে দেব।

১৭. ক্ষমা-মার্জনা ও নেককে তার আখলাকে রূপায়িত করব।

১৮. ইনসাফকে তার সীরাত, হককে তার শরীআত, হেদায়েতকে তার ইমার এবং ইসলামকে তার ধর্ম বানাব।

১৯. তার নাম (উপাধি) হবে আহমাদ

২০. তাঁর মাধ্যমেই আমি মানুষদেরকে ভ্রষ্টতার পরে সঠিক পথ দেখাব।

২১. পূর্ণ অজ্ঞতার পরে তাঁর মাধ্যমেই আমি মানুষদেরকে পথের দিশা দেব।

২২. তার মাধ্যমে আমি মাখলুককে নিচুতা থেকে উঠিয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছাব।

২৩. তার উসিলায় আমি নিজের মাখলুকদেরকে অজ্ঞ ও হক থেকে মুখ হওয়ার পরে উচ্চতা দান করব।

২৪. তাঁর হেদায়েতের উসিলায় তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাস্বল্পতার পথে সংখ্যাধিক্যতা দান করব।

২৫. মানুষ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যে নিপতিত হওয়ার পর তাঁর মাধ্যমে তাদের অবস্থা সচ্ছল করব।

২৬. তাঁর মাধ্যমে মতবিরোধপূর্ণ অন্তর, বিভক্ত প্রবৃত্তি ও বিক্ষিপ্ত জাতিসমূহের মাঝে প্রীতি সৃষ্টি করব।

২৭. তার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বানাব, যারা মানুষের হেদায়েতের জন্য আসবে।[57]

গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এর উদাহরণ সহ আলোচনা (জ)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নত ও শিক্ষাই আমাদের কাছে এই দাবি রাখে যে, আমরা যেন তা গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করি। আর সেটা যদি হয় 'সুন্নাতে মুআক্কাদা'তাকিদপূর্ণ সুন্নাত তাহলে তা অনুসরণ করা আরো গুরুত্বপূর্ণ। কর্মজীবনে তা চর্চা না করা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ।

দৈনন্দিন জীবনে বহু সুন্নত এমন রয়েছে, যার উপর আমল করা আমাদের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। একটু সচেতন হলে খুব সহজেই আমরা সেগুলো পালন করতে পারি।

অনেক সুন্নত আছে, যা অন্য কোনো ফরয বিধানের পরিপূরক হিসেবে অথবা তার আগে পরে আদায় করতে হয়। তাই অতি সহজে আমরা এ সুন্নতগুলো উক্ত ফরযের সাথে আদায় করে নিতে পারি। যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের আগে-পরের সুন্নত নামায, নামাযের ভিতরের সুন্নতসমূহ, অযুর সুন্নতসমূহ ইত্যাদি। যেগুলো আমরা ফরযের সাথে সাথেই আদায় করে থাকি। ফলে এ সুন্নতগুলো আদায় করা আমাদের কাছে খুব ভারী মনে হয় না।

তবে এর মধ্যেই কিছু সুন্নত এমন রয়েছে, অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে যেগুলো আমাদের থেকে ছুটে যায়। এরকম একটি সুন্নত হচ্ছে মিসওয়াক। মিসওয়াক একটি সুন্নত এবং দ্বীনের অংশ। তা শুধুই দাঁতের ময়লা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য নয়; বরং তার আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। হাঁ, দুর্গন্ধ ও

[57] মাদারেজুন নবুয়াহ

ময়লা দূর হওয়াও এর একটি উদ্দেশ্য। ইসলামের প্রতিটি বিধানই ইহকালীন ও পরকালীন উভয় প্রকার কল্যাণে পরিপূর্ণ।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সুন্দর ও উত্তমরূপে চলা ইসলামের সর্বব্যাপী শিক্ষা। একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচ্ছন্ন থাকা এবং উত্তম বেশ-ভূষা ধারন করাকে একজন মুসলিমের একটি বিশেষ প্রতিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যার মাধ্যমে চেনা যাবে যে, সে একজন মুসলমান। এক সফরে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন- যারা নিজেদের ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন-

إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ

তোমরা তোমাদের ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছ। তাই নিজেদের বাহন ও আসবাবপত্র ঠিকঠাক ও পরিপাটি করে নাও এবং সুন্দর ও উত্তম বেশ-ভূষা ধারন কর; যেন মানুষদের মাঝে তোমাদেরকে তিলকের মত মনে হয়।[58]

আম্মাজান আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, একবার কিছু সাহাবী ঘরের দরজায় রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নবীজী তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন আমি লক্ষ করলাম, ঘরের একটি বালতিতে রাখা পানিতে তিনি চেহারা দেখছেন এবং নিজের চুল ও দাড়ি পরিপাটি করে নিচ্ছেন। এ দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল! আপনিও এমনটি করেন? জবাবে তিনি বললেন, অবশ্যই করি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, যখন সে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা

[58] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৯; মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২০৩

করে তখন নিজেকে প্রস্তুত ও পরিপাটি করে নেওয়া। কেননা, আল্লাহ পাক সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকেই ভালোবাসেন।[59]

যে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে পরিচ্ছন্নতা কাম্য, এগুলোর মধ্যে আছে, বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, আসবাব-পত্র, লেবাস-পোশাক, শরীর, মাথা, চেহারা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর মুখের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে পঞ্চাশ বা এরও অধিক সাহাবী হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রাহ. তাঁর সংকলিত ‘আলবাদরুল মুনীর গ্রন্থে মিসওয়াক সম্পর্কে একশ’র বেশি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, মিসওয়াকের বিষয়ে হাদীসের এই ভান্ডার একটি বিশাল ব্যাপার। হায় আফসোস!! একটি সুন্নত, যার ব্যাপারে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে আজ বহু মানুষ সে সুন্নত পালনে উদাসীন।[60]

মিসওয়াকের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই যত্নবান ছিলেন। যা ইসলামী শরীয়তে মিসওয়াকের বিশেষ মর্যাদার প্রমাণ।

হাদীস শরীফে এসেছে, তিনি যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর, বারবার ঠাণ্ডা পানিতে হাত ভিজিয়ে চেহারায় মুছছিলেন, আর বলছিলেন, إن للموت سكرات ‘নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে অনেক যন্ত্রণা।’

তখনও তিনি মিসওয়াকের কথা ভোলেননি। এমনকি অন্যের কাছ থেকে মিসওয়াক চেয়ে নিয়ে মিসওয়াক করেছেন।

---

59 ই'তিলালুল কুলূব, খারাইতী, পৃ. ১৬৬; আমালুল ইয়াওমি ওয়াললায়লাহ, ইবনুস সুন্নী, হাদীস ১৭৩

60 আলবাদরুল মুনীর ২/৬৮

মৃত্যুযন্ত্রণায় তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজে মিসওয়াক চিবুতে পারছিলেন না। আম্মাজান আয়েশা রা. তা চিবিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি তা দিয়ে মিসওয়াক করেছেন। মিসওয়াকের ব্যাপারে ছিল এত যত্ন, এত আগ্রহ।[61]

শুধু নিজে আমল করেই নয়, অনেক বাণীর মাধ্যমেও তিনি এই সুন্নতটির প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।

এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন, ‘যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন না হত, তাহলে প্রতি নামাযের সময় মিসওয়াক করাকে আমি অপরিহার্য করে দিতাম’।[62]

অন্য রেওয়ায়েতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ‘কঠিন না হলে, প্রতি অযূর সময়ই আমি মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম’।[63]

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, ‘দ্বীন ইসলামের স্বভাবজাত দাবি দশটি, যার অন্যতম প্রধান হল, মিসওয়াক করা’।[64]

আরেক হাদীসে এসেছে, ‘তোমরা মিসওয়াক কর। কেননা, তা মুখের পবিত্রতার উপায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম’।[65]

ওযু-নামায ছাড়াও যে সময়গুলোতে মিসওয়াকের প্রতি যত্নবান থাকা একজন মুমিনের কর্তব্য তা হচ্ছে, নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর। কুরআন তিলাওয়াতের সময়। জুমা-ঈদ এবং কারো সাথে সাক্ষাতের সময়।

---

[61] সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৯০, ৪৪৪৯, ৫৬১০

[62] সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫২

[63] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৫৩১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৪০

[64] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬১

[65] ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৮৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১০৭০

তেমনি এমন কিছু পানাহারের পর, যা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। যেমন, পেয়াজ-রশুন। বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর। বাড়ি থেকে কোথাও বের হওয়ার সময়। দাঁতে ক্লেদ বা ময়লা জমলে। দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকা বা ক্ষুধার কারণে মুখে দুর্গন্ধ হলে।

উল্লেখিত সবগুলো সময়ের ব্যাপারেই হাদীসে নির্দেশনা পাওয়া যায়।

এক হাদীসে এসেছে-

كَانَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে ওঠার পর, মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।[66]

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

أَنّ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، فَيَسْتَيْقِظُ إِلّا تَسَوّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضّأَ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত-দিনের যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন।[67]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

أَنّ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ

[66] সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৫

[67] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশের পর সর্ব প্রথম মিসওয়াক করতেন।[68]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ঘরে পরিবার-পরিজনের কাছে যাওয়ার পর প্রথমে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া উচিত।

যায়েদ বিন খালেদ রা. বলেন-

مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِه (شيء) لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاكَ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মিসওয়াক করে নিতেন।[69]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরই উচিত, জুমার দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং সাধ্যানুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করা।[70]

এক বর্ণনায় এসেছে-

طَيِّبُوا أَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ

তোমরা মিসওয়াক করার মাধ্যমে মুখ পরিষ্কার ও সুন্দর রাখো। কেননা মুখ কুরআন (উচ্চারিত হওয়ার) মাধ্যম।[71]

---

[68] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৩

[69] আল মুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৫২৬১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ২৫৬৯

[70] সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৪৬

[71] শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ১৯৪০

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার দুজন লোক নবীজীর কাছে এল। তাদের উভয়ের প্রয়োজন ছিল অভিন্ন। একজন নবীজীর সাথে কথপোকথন শুরু করল। তখন নবীজী তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ পেলেন। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মিসওয়াক কর? সে বলল করি, তবে তিন দিন যাবৎ আমি অনাহারে (তাই এ দুর্গন্ধ)। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে (তার প্রয়োজন পুরা করার) নির্দেশ দিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তির মেহমানদারি করলেন এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন।[72]

অবহেলিত সুন্নাহসমূহ (ঝ)

যত দিন যাচ্ছে, ততই আমাদের জীবন থেকে সুন্নাহ আমল হারিয়ে যাচ্ছে। আর সুন্নাহ হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিদআতের প্রসার ঘটছে। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, কাল হাশরের মাঠে যিনি আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করবেন, ওনার আদর্শকে আমরা ভুলে যাচ্ছি। কাকে অনুসরণ করার কথা আমাদের, আর আমরা কাদের অনুসরণ করে যাচ্ছি নিজেরাও বুঝতে পারি না।

আমরা দুনিয়ার জন্য সব করতে রাজি, কিন্তু আখিরাতের জন্য তেমন কিছু করতে রাজি না। আমরা মনে করি শুধু নামাজ পড়লে, রোজা রাখলে আমাদের আমলের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যে ভুল চিন্তার ওপর অটল আছি, আমরা অনেকে তা বুঝেও বুঝি না। আমরা অনেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল সম্পর্কে জানি না। আমাদের মাঝে অনেকেই দ্বীনের পথে চলার চেষ্টা করে, কিন্তু সুন্নাহ আমল নিয়ে তত বেশি ঐকান্তিক নয়। আমাদের এই খারাপ অবস্থা থেকে বের হতে হলে সুন্নাহ আমলসমূহকে ব্যাপক প্রচার-প্রসার করতে হবে।

[72] আলমুজামুল কাবীর, তবরানী, হাদীস ১২৬১১; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ১৬৮

আমরা যেন দৈনন্দিন জীবনের জন্য কিছু অবহেলিত সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে পারি এবং আমল করতে পারি, সেজন্য এখানে কিছু অবহেলিত আমলযোগ্য সুন্নাহ তুলে ধরা হলো।

* পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া সুন্নাহ,

* শিশুদের সালাম দেওয়া সুন্নাহ

* রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো সুন্নাহ

* মুচকি হেসে কথা বলা সুন্নাহ

* বেশি বেশি তাওবা করা সুন্নাহ

* গুনাহ হলে দান-সাদাকা করা সুন্নাহ

* আজানের জবাব দেওয়া সুন্নাহ

* অজুর পর দুআ করা এবং তাহিয়্যাতুল অজু আদায় করা সুন্নাহ

* তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাহ

* সুন্নতে মুয়াক্কাদার প্রতি যত্নশীল হওয়া সুন্নাহ

* শুক্রবার রাতে ও দিনে অধিক দরুদ পাঠ করা সুন্নাহ

* নামাজের রুকু ও সিজদায় বেশি বেশি দুআ করা সুন্নাহ

* নামাজে সালাম ফেরানোর পূর্বে দুআ করা সুন্নাহ

* ফরজ নামাজ শেষে তিনবার ইস্তেগফার পাঠ করা সুন্নাহ

* ইস্তেগফার পাঠ করার পর দুআ পাঠ করা সুন্নাহ

* ফরজ নামাজ শেষে সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করা সুন্নাহ

* ফরজ নামাজ শেষে তাসবিহ পাঠ করা সুন্নাহ

* ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করা সুন্নাহ

* বাড়িতে সুন্নত ও নফল সালাত আদায় করা সুন্নাহ

* সারাক্ষণ আল্লাহ তায়ালার জিকিরে মশগুল থাকা সুন্নাহ

* শুকরিয়ার সিজদা করা সুন্নাহ

* যেকোনো কাজ পরামর্শ করে করা সুন্নাহ

* অসিয়ত লিখে রাখা সুন্নাহ

* জানাজা দেখলে দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাহ

* বৃষ্টিতে ভেজা সুন্নাহ

* বৃষ্টির সময় দুআ করা সুন্নাহ

* বৃষ্টির জন্য দুআ ও ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া সুন্নাহ

* নতুন চাঁদ দেখে দুআ করা সুন্নাহ

* জুমার দিনের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ

* চারটি সম্মানিত মাসের সম্মান করা সুন্নাহ

* শাবান মাসে বেশি বেশি রোজা রাখা সুন্নাহ

* জিলহজের প্রথম ১০দিন বেশি বেশি নেক আমল করা সুন্নাহ

* আশুরার রোজা রাখা সুন্নাহ

* আইয়ামে বিজের রোজা রাখা সুন্নাহ

* ইফতার তাড়াতাড়ি করা সুন্নাহ

* খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাহ

* সাহরিতে খেজুর খাওয়া সুন্নাহ

* রমজানে ইতিকাফে বসা সুন্নাহ

* শাওয়াল মাসে ছয়টি সওম রাখা সুন্নাহ

* সূর্য ডুবার পর শিশুদেরকে ঘরের বাইরে না রাখা সুন্নাহ

* ঘুমানোর পূর্বে অজু করা সুন্নাহ

* ঘুমানোর পূর্বে বিছানা ঝেড়ে নেওয়া সুন্নাহ

* ডান কাত হয়ে ঘুমানো সুন্নাহ

* ঘুমানোর পূর্বে সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করা সুন্নাহ

* ঘুমানোর পূর্বে সুরা কাফিরুন পাঠ করা সুন্নাহ

* ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসি পাঠ করা সুন্নাহ

* ঘুমানোর পূর্বে সুরা মুলক পাঠ করা সুন্নাহ

* ঘুমানোর পূর্বে তাকবির ও তাসবিহ পাঠ করা সুন্নাহ

* দুআ পাঠ করে ঘুমানো সুন্নাহ

* ঘুম থেকে ওঠে হাত দ্বারা চেহারা থেকে ঘুমের ভাব দূর করা সুন্নাহ

* ঘুম থেকে ওঠার পর দুআ করা সুন্নাহ

* ঘুম থেকে ওঠে মিসওয়াক করা সুন্নাহ

* ঘুম থেকে ওঠে দুই হাত তিনবার ধোয়া সুন্নাহ

* ঘুম থেকে ওঠে নাকে তিনবার পানি দেওয়া সুন্নাহ

* তাহাজ্জুদ পড়া সুন্নাহ

* ফজরের পর না ঘুমানো সুন্নাহ

* সূর্যোদয় পর্যন্ত সালাতের স্থানে বসে থাকা সুন্নাহ

* চাশতের সালাত (সালাতুল দোহা) আদায় করা সুন্নাহ

* টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে দুআ করা সুন্নাহ

* টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর দুআ করা সুন্নাহ

* ফরজ গোসলের পূর্বে অজু করা সুন্নাহ

* নিয়মিত মিসওয়াক করা সুন্নাহ

* সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাহ

* সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাহ

* নতুন কাপড় পরিধানের সময় দুআ পড়া সুন্নাহ

* কাপড় পরিধানের সময় ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাহ

* জুতা ডান পা দিয়ে পরিধান শুরু করা সুন্নাহ

* জুতা বাম পা দিয়ে খোলা শুরু করা সুন্নাহ

* ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুআ পাঠ করা সুন্নাহ

* ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা সুন্নাহ

* ঘরে প্রবেশের পর ঘরের বাসিন্দাদের সালাম দেওয়া সুন্নাহ

* ঘরে প্রবেশের পর মিসওয়াক করা সুন্নাহ

* অন্যের ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি নেওয়া সুন্নাহ

* সালাম দিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেওয়া সুন্নাহ

* খাবার গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাহ

* হাত ধুয়ে খাবার শুরু ও শেষ করা সুন্নাহ

* দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়া সুন্নাহ

* খাবার সময় পেট খালি রেখে খাওয়া সুন্নাহ

* খাবারের দোষত্রুটি না ধরা সুন্নাহ

* ডান হাত দিয়ে খাওয়া ও পান করা সুন্নাহ

* নিজের কাছের দিক থেকে খাওয়া সুন্নাহ

* পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাওয়া সুন্নাহ

* হেলান দিয়ে না খাওয়া সুন্নাহ

* আঙুল ও খাবারের পাত্র চেটে খাওয়া সুন্নাহ

* খাবার শেষে দুআ পাঠ সুন্নাহ

* দুধ পানের সময় দুআ করা সুন্নাহ

* পানি অথবা পানি জাতীয় হালাল কিছু পানের সময় বসা সুন্নাহ

* দুই - তিনবারে পানি পান করা সুন্নাহ

* খাবার ও পানীয়তে ফুঁ না দেওয়া সুন্নাহ

* কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে সেটি তাকে জানিয়ে দেওয়া সুন্নাহ

* সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নাহ

* নবজাতকের কানে আজান দেওয়া সুন্নত

* নবজাতক জন্মের সাত দিনের মধ্যে মাথা মুণ্ডন করা এবং

  চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সাদাকা করা সুন্নাহ

* সাদাকা করা সুন্নাহ

* সামর্থ্যানুযায়ী মোহর ধার্য করা সুন্নাহ

* বিয়েতে ওয়ালিমার আয়োজন করা সুন্নাহ

* স্ত্রীর প্রশংসা করা সুন্নাহ

* স্ত্রীকে সুন্দর নামে ডাকা সুন্নাহ

* স্ত্রীকে কাজকর্মে সহযোগিতা করা সুন্নাহ

* স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া বা সফরে যাওয়া সুন্নাহ

* স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা সুন্নাহ

* স্ত্রীর সাথে গোসল করা সুন্নাহ

* স্ত্রীর সাথে খেলায় প্রতিযোগিতা করা সুন্নাহ

* স্ত্রীর মুখের খাবার খাওয়া সুন্নাহ

* স্ত্রীর রাগ-অভিমান এবং মন বোঝার চেষ্টা করা সুন্নাহ

* উঁচু স্থানে ওঠার সময় এবং নিচু স্থানে নামার সময় দুআ করা সুন্নাহ

* অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করা সুন্নাহ

* মাঝেমধ্যে খালিপায়ে হাঁটা সুন্নাহ

* বিক্রীত মাল ফেরত নেওয়া সুন্নাহ

* মোরগের ডাক শুনে দুআ করা সুন্নাহ

* গাধার ডাক শুনে দুআ করা সুন্নাহ

* যানবাহনে আরোহণকালীন দুআ পড়া সুন্নাহ

৪. সুন্নাহ অনুসরণের সুফল

কুরআন-সুন্নাহ আকীদা ও আমলের সংরক্ষক (ক)

আকীদা ও আমলের সব ধরণের পরিবর্তন এক মাত্র কুরআন-সুন্নাহকে ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে, ওয়াহদাতুলওজুদ (অদ্বৈতবাদ) ওয়াহদাতুশশুহুদ (সর্বেশ্বরবাদ) প্রত্যেক বস্তুতে প্রভুর অনুপ্রবেশ, পীরকে প্রতি নিয়ত স্মরণ করা, পীরের আনুগত্য, মাকামে বেলায়ত, যাহেরী ও বাতেনি ইলম, মৃত্যুর পর বুজুর্গদের বিচরণক্ষমতা, ওয়াসীলা, ইলমে গায়েব, সাহায্য প্রার্থনা এবং আত্মাসমূহের উপস্থিতি ইত্যাদি ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, আর ফাতেহার রসম, কুলখানী, চল্লিশা, কুরআনখানী, ওরস, মীলাদ মাহফিল এবং গান ইত্যাদি অনৈসলামিক আকীদা ও আমল শুধু সেসব পরিবেশেই গ্রহণযোগ্য হয়, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর কোন শিক্ষা নেই। পক্ষান্তরে এসব বাতিল আকীদা ও আমল থেকে বাচাঁর একমাত্র উপায় হলো কুরআন-সুন্নাহকে মজবুত করে আকঁড়ে ধরা। ২১৮ হিজরী সনে মামুনুর রশীদের শাসনামলে মু'তাযিলা ফিরকার বাতিল আকীদা 'কুরআন মখলুক' তথা কুরআন সৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে মামুনুর রশীদ তৎকালের সকল আলিমদের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রঃ) এই মনগড়া আকীদার বিরুদ্ধে পাহাড় হয়ে দাঁড়ালেন, জেল খানায় আবদ্ধ অবস্থায় শক্তিশালী জল্লাদ এসে দুটি করে চাবুক মেরে যেত এবং জিজ্ঞেস করত, কুরআন মাখলুক না গায়রে মাখলুক? প্রত্যেক বারই ইমাম আহমাদ (রঃ) একই কথা বলতেন:

أَعْطُوْنِي شَيْئًا مِنَ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ حَتَّى أَقُولَ بِهِ

অর্থাৎ, "আমাকে আল্লাহর কিতাব বা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ থেকে কোন প্রমান দাও তখন আমি মেনে নিব।" কলা কৌশল অবলম্বন বা হেকমতের কোন পরামর্শ তাঁকে রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর বাণী:

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থাৎ, "আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যাকে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ"।[73] - এর উপর আমল করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। ফলে, সম্পূর্ণ উম্মত সব সময়ের জন্য এই ফিতনা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। বর্তমান যুগেও যেখানে ভ্রান্ত আকীদা ও বিদআত জঙ্গলের আগুনের মত দ্রুত প্রসার হচ্ছে, সেখানে তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো কুরআন-সুন্নাহকে শক্ত হাতে ধারণ করা এবং জনসাধারণের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত এবং উভয়ের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বেশী বেশী গুরুত্ব দান করা।

কুরআন ও সুন্নাহ উম্মতের ঐক্যের জন্য মজবুত ভিত্তি [ক]

উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ফির্কাবাজী ও দলাদলী আমাদের দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে অভাবনীয় ক্ষতি সাধন করেছে। প্রতিটি মুস্লিম প্রধান দেশেই ইসলামী জীবন বিধান চালু করার পথে অন্যান্য বাধ্যর মধ্যে উম্মতের দলাদলীটাও একটি বড় বাধা। যখন কখনো ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার সময় ঘনিয়ে আসে তখন কোন না কোন পক্ষ থেকে হঠাৎ করে কুরআন-সুন্নাহর স্থানে অন্য কোন বিশেষ ফিক্‌হ চালু করার দাবী উঠে। ফলে ইসলামী বিধান চালু করার কাজ অগ্রগতি হওয়ার স্থলে লাগাতর পশ্চাদপদতার শিকার হয়। বস্তুতঃ দীন ইসলামকে চালু করার ব্যাপারে যতসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলছে এগুলোর একটিও ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রকম ফলদায়ক হবেনা যতক্ষণ না দীনের পতাকাবাহী দল সমূহের মধ্যে কুরআন-সূন্নাহের ভিত্তিতে নির্ভেজাল, বাস্তব ও দীর্ঘ মেয়াদী ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে যেখানে ফির্কাবাজী ও দলাদলী থেকে নিষেধ করেছেন সেখানে খালেছ

---

[73] মুয়াত্তা ইমাম মালেক ১৬৬১

দীন তথা কুরআন ও সূন্নাহের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশও প্রদান করেছেন। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থাৎ "তোমরা সবাই আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে ধারণ কর, দলাদলী কর না"।[74]

এই আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে ফির্কাবাজী এবং দলাদলী থেকে বিরত থেকে আল্লাহর রশি (কুরআন মাজীদ) এর উপর ঐক্যবদ্ধ থাকতে আদেশ করেছেন। আর কুরআন মজীদে বার বার রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্যকে আবশ্যকীয় বলা হয়েছে। যার পরিষ্কার মতলব হল, আল্লাহর রশি, যাকে শক্ত ভাবে ধরার আদেশ করা হয়েছে তাতে এমনিতেই দুটি বস্তু 'কুরআন-সুন্নাহ' চলে আসে। কাজেই কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে যে ঐক্য উদ্দেশ্য, তার ভিত্তি হল কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্য কোন ভিত্তির উপর উম্মতের ঐক্য উদ্দেশ্য নয়, সম্ভবও নয়। নরম ডালের উপর যে প্রাসাদ তৈরী হবে তা স্থির থাকবে না। অতএব যদি আমরা ফির্কাবাজী ও দলাদলীকে জীবনের মিশন না বানিয়ে থাকি এবং উম্মতের ঐক্য যদি আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহের দিকে রুজু করতেই হবে।

সুন্নত অনুসরণই মুমিনের সফলতা [(এও)]

মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রিয় নবীর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে বলা হয় সুন্নত। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেও সুন্নত বলে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ সর্বস্তরে কুরআন এবং সুন্নতই আমাদের জীবন চলার পাথেয়।

---

[74] সূরা আলে ইমরান ৩ : ১০৩

পবিত্র কুরআনের মূল বিধানগুলো পালন করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ। পাশাপাশি নবীর সুন্নতের ওপরও আমল করতে হবে।

অন্যথায় নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী রীতিনীতি, পথ-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি গ্রহণ করলে আমাদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি। নবীজি (ﷺ) বিদায় হজের ভাষণে কুরআন ও সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তা হলো কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসুল (ﷺ)'।[75]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (চরিত্র) মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ'।[76] ইসলামি শরিয়তের সব আমলই আমরা করে থাকি নবীজি (ﷺ)-এর অনুসৃত পথ ও মত তথা সুন্নাহর অনুসরণে। সুন্নাহ বাদ দিয়ে ইসলামি শরিয়াহ পালন করার সুযোগ কোনোক্রমেই নেই। ইসলাম এমনই পূর্ণাঙ্গ এবং পবিত্র একটি জীবন বিধান যার বিস্তৃতি চিন্তায়, মননে, বিশ্বাস ও কর্মের সব ক্ষেত্রেই। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক প্রতিটি পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত এর পরিধি।

রাসুল (ﷺ)-এর ভালোবাসা মুমিনের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বলা বাহুল্য, একমাত্র সুন্নতের অনুসরণই হচ্ছে হৃদয় উজাড় করে দেওয়া সেই ভালোবাসার প্রমাণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজি (ﷺ)-এর সুন্নাহ এবং আদর্শ আমাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে। আর যারা সুন্নাহ অমান্য করে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে- সাবধান! সুন্নত অবহেলাকারী রাসুলের উম্মতভুক্ত নয়!

হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, 'আমার পিতা একজন কুরাইশি মেয়ের সঙ্গে আমাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। উক্ত মেয়ে আমার ঘরে এলো। আমি নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইবাদতের প্রতি

---

[75] মুয়াত্তা মালেক : ১৬২১

[76] সুরা আহজাব ৩৩ : ২১

আমার বিশেষ আসক্তির দরুন তার প্রতি কোনো প্রকার মনোযোগ দিলাম না। একদিন আমার পিতা আমর ইবনে আস (রা.) তার পুত্রবধূর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামীকে কেমন পেয়েছ? সে জবাব দিল, খুবই ভালো লোক অথবা বলল খুবই ভালো স্বামী। তবে সে আমার মনের কোনো খোঁজ নেয় না এবং আমার বিছানার কাছেও আসে না। এটা শুনে তিনি আমাকে খুবই কঠোর কথা বললেন।

তিনি এটাও বললেন, আমি তোমাকে একজন কুরাইশি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি আর তুমি তাকে এরূপ ঝুলিয়ে রাখছ? তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দিনভর রোজা রাখো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাতভর নামাজ পড়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন নবীজি (ﷺ) বললেন, শোনো, আমিও নফল রোজা রাখি ও ছাড়ি, কখনো নফল নামাজ পড়ি এবং কখনো ঘুমাই, স্ত্রীদের সঙ্গেও মেলামেশা করি। শোনো, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের প্রতি আগ্রহ রাখে না সে আমার দলভুক্ত নয়'।[77]

জীবনে চলার পথে আমরা প্রয়োজনীয় কথার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলে থাকি। অথচ আমরা যদি একটু লক্ষ রেখে কথা বলি তা হলে আমরা প্রতিদিন অসংখ্য সুন্নাহ পালনের সওয়াব হাসিল করতে পারি।

[77] মুসনাদে আহমাদ : ৬৪৪১

৫. সুন্নত থেকে দূরে সরে যাওয়ার ক্ষতি

সুন্নত থেকে দূরে সরে যাওয়ায় দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতির বিবরণ (খ)

মানবতার হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)। তাঁর উম্মত তথা মুসলিম জাতিকে হেদায়াতের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছেন। হাদীছ বা সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা। কুরআন সঠিকভাবে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে হলে হাদীছ বা সুন্নাহর কোন বিকল্প নেই। সুতরাং মুমিন জীবনে সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। পক্ষান্তরে সুন্নাতকে উপেক্ষা করা, তাকে অবজ্ঞা-অবহেলা ভরে প্রত্যাখ্যান করা রাসূল (ﷺ)-কে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। এহেন গর্হিত কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

সুন্নাহ উপেক্ষার পরিণাম

মুসলিম হওয়ার জন্য কুরআন মেনে চলা যেমন আবশ্যক, তেমনি সুন্নাহ মেনে চলাও অপরিহার্য। সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কুরআন অনুসরণ করা অসম্ভব। তেমনিভাবে সুন্নাহকে উপেক্ষা করলে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।-

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পর তা উপেক্ষা করে যদি কেউ নিজের রায়কে প্রাধান্য দেয়, তাহ’লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী হবে।

রাসূলের সুন্নাহকে পিছনে ফেলে অসম্মান করা, আল্লাহর আদেশের খেলাফ করার নামান্তর, যা হারাম।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর তোমাদের কন্ঠস্বর উচুঁ করো না"।[78]

'নবীর কন্ঠস্বর' হল তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নাহকে অমান্য, অস্বীকার, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নিমিত্তে যে সকল অপচেষ্টা সব কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সুতরাং এই কন্ঠরোধ করার অর্থ হল রাসূলে কথা তথা আল্লাহর অহী দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সুপ্ত ষড়যন্ত্র।

সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর বিধান কুরআন এবং তারপর রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সুন্নাহর আনুগত্য করতে হবে। অপরদিকে রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর সান্নিধ্য অসম্ভব। আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক সম্পূরক। যেমন আল্লাহ বিধানদাতা ও রাসূল বিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও পথ প্রদর্শক। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মুমিন ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

'হে ইমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের'।[79]

---

[78] সূরা হুজুরাত ৪৯ : ১-২

[79] সূরা নিসা ৪ : ৫৯

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল'।[80]

তিনি আরো বলেন,

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

'আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও'।[81]

রাসূলের আনুগত্য হল আল্লাহর আনুগত্য। এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ عَصَى اللهَ

'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অবাধ্যতা করল, সে যেন আল্লাহরই অবাধ্যতা করল'।[82] অন্যত্র তিনি বলেন,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّى

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[83]

[80] সূরা নিসা ৪ : ৮০

[81] সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৩২

[82] বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ

[83] বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫

রাসূলের সুন্নাহ তথা হাদীছের অনুসরণকে ওয়াজিব করে আল্লাহ কুরআনের অন্যূন ৪০ জায়গাতে বর্ণনা করেছে।[84] আক্বীদা ও আহকাম সকল বিষয়ে হাদীছ হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানকারী।[85] হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত ইসলামের অনুসরণ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং রাসূল (ﷺ) আমাদের সম্মুখে যে সুন্নাত পেশ করেছেন, তা কোনরূপ বিকৃত ও বিরোধিতা না করে সঠিকভাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

‘আর রাসূল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক’।[86]

সুন্নাহর বিরোধিতা ও তা বিকৃত করা কুফরী।[87] তাছাড়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পৃথিবীর সকল মুমিন বান্দার জন্যে আমানত স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِى جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ

‘নিশ্চয়ই আমানতকে মানুষের মূল অন্তঃকরণে নাযিল করা হয়েছে। অতএব তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর কুরআন হতে। অতঃপর শিক্ষা গ্রহণ কর সুন্নাত হতে’।[88]

পার্থিব জীবনের সকল কর্মে কুরআন ও সুন্নাহর ফায়ছলা মেনে চলা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন,

---

84 হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৮

85 হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ১১

86 সূরা হাশর ৫৯ : ৭

87 সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩২

88 বুখারী হা : ৬৪৯৭

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'মুমিনদের মধ্যে কোন ব্যাপারে ফায়ছালা করার জন্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন ও সুন্নাহর) দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্ততঃ তারাই হল সফলকাম'।[89] ছাহাবীগণ রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতকে সসম্মানে মেনে চলতেন। তার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান, তখন মু'আয বলেন, 'আমি আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাত দ্বারা ফায়ছালা করব'।[90] যে কুরআন ও হাদীছের নিদ্ধান্ত মেনে না নেয়, সে মুনাফিক। দুনিয়াতে তার উদাহরণ ছিদ্র হওয়া পাত্রের মত, যতই পানি ভরার চেষ্টা করে, তা পূর্ণ হয় না। অনুরূপভাবে তার আমলে ছালেহ বা নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়।

২. আমলে ছালেহ বিনষ্ট হওয়া :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী আমল করলে অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ কে অবমাননা করার ফলে উত্তম আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। যদিও মানুষ ভাবে যে, সে দুনিয়ার বুকে ভাল আমল করে চলেছে। অথচ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরাগ ভাজন হচ্ছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং স্বীয় আমল বিনষ্ট কর না'।[91] তিনি আরো বলেন,

---

[89] সূরা নূর ২৪ : ৫১

[90] দারেমী

[91] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৩

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

'তুমি বল, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে'।[92] অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

'যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় (কুরআন-সুন্নাহ) অস্বীকার করে, তার সকল শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।[93] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবগত আছেন'।[94] তিনি আরো বলেন,

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'অতএব তুমি ও তোমার সাথে যারা তওবা করেছে, সবাই সোজা-সরল পথে চলে যাও, যেমন তোমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমালংঘন করবে না'।[95] বিশ্বাসের বিষয় হল পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত কিংবা ছহীহ হাদীছের একটি অংশও কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। আর যদি কেউ অস্বীকার করে কিংবা রদবদল করে পালন করে, তবে সে ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এখানে (استقم) -এর ব্যাখ্যা হল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন-পরিমার্জনকারী পথভ্রষ্ট হবে।

---

[92] সূরা কাহফ ১৮ : ১০৩-১০৪

[93] সূরা মায়েদা ৫ : ৫

[94] সূরা নূর ২৪ : ৫৩

[95] সূরা হূদ ১১ : ১১২

তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। তাছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামাতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে। অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে বাড়াবাড়ি মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। যদিও সে মনে করে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিল করছি। অথচ ক্রমান্বয়ে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হতে থাকে।[96]

৩. গোমরাহীর পথে পরিচালিত হওয়া:

কোন ছহীহ হাদীছকে বিকৃত কিংবা সামান্যতম পরিবর্তন করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী। সেই সাথে ঐ সকল ব্যক্তির আমলে ছালেহ বিনষ্ট হয় এবং ইস্তিক্বামাতের রাস্তাচ্যুত হয়ে গোমরাহীর পথে পরিচালিত হয়। অতঃপর তার শেষ পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হল'।[97] যারা আল্লাহর বিধানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং আলোর বিনিময়ে অন্ধকার ও উত্তমের বিনিময়ে মন্দকে ক্রয় করে থাকে, তারাই অধিক পথভ্রষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন,

اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتَابِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ

---

[96] তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৬৪৫

[97] সূরা আহযাব ৩৩/৩৬

'আল্লাহ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। আর যারা কিতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয়ই তারা যিদের বশবর্তী হয়ে (ভ্রষ্টপথে) অনেক দূরে চলে গেছে'।[98] এদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ

'এরাই হল সে সমস্ত লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব খরিদ করেছে'।[99]

ঐ সকল ব্যক্তিকে সুন্নাত বিকৃত করা থেকে নিবৃত্ত হ'তে বললে, তারা বাপ-দাদার রায়কে সঠিক বলে মনে করে এবং তাদের পৈতৃক বিধানের উপর অবিচল থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি'।[100] আবার তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে বললে, তারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে এবং অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর ভালবাসা ও ক্ষমা লাভের জন্য রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যের কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

---

[98] সূরা বাক্বারাহ ২/১৭৬

[99] সূরা বাক্বারাহ ২/১৭৫

[100] সূরা মায়েদা ৫/১০৪

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

'বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।[101] অন্যত্র তিনি বলেন,

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ

'অতঃপর তারা যদি তোমার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবে, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়াতের (কুরআন ও সুন্নাহ) পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?'।[102] কোন কোন সময় মানুষ সংখ্যাধিক্যের দোহাই দিয়ে কুরআন-হাদীছের শিক্ষা ও সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে। অথচ সংখ্যা কখনও হকের মানদন্ড নয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ

'যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে'।[103] অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণার কোন মূল্য নেই।[104] হক্ব কথার পর সবই ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে

---

[101] সূরা আলে ইমরান ৩/৩১

[102] সূরা কাছাছ ২৮/৫০

[103] সূরা আন'আম ৬/১১৬

[104] সূরা নাজম ৫৩/২৮

(وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا)

অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে, সে সুন্নাত থেকে বেরিয়ে পথভ্রষ্ট হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে ‘রায়’ অনুযায়ী কোন কথা বল না। তোমাদের কর্তব্য হল সুন্নাহর অনুসরণ করা। যে ব্যক্তি সুন্নাত থেকে বেরিয়ে গেল, সে পথ ভ্রষ্ট হল।[105]

দ্বীন আমাদের নিকটে পৌঁছেছে পূর্ণাঙ্গরূপে। তাতে কোন কিছু যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম’।[106] পূর্ণতা বলতে কুরআন ও সুন্নাহর সকল ইলম। বিশিষ্ট তাবেঈ ইবনে সীরীন (৩৩-১১০হিঃ) বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

‘নিশ্চয়ই কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানটাই হল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ, কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ’।[107]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার প্রমাণ হল বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে রাসূল (ﷺ)-এর ভাষণ। তিনি বললেন,

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ. قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

[105] হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৩৮ গৃহীতঃ শা‘রানী, মীযানুল কুবরা ১/৬৩ পৃঃ

[106] সূরা মায়েদা ৫/৩

[107] মুক্বাদ্দামা মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩ ‘ইলম‘ অধ্যায়

‘ক্বিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। সেই দিন কি জবাব দিবে? সকলে সমস্বরে বলল, আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর আহকাম রিসালা ও নবুওয়াতের হক্ব আদায় করেছেন এবং সকল বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন। নবী করীম (ﷺ) স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে মানুষের দিকে ঝুকাতে ঝুকাতে বললেন, হে আল্লাহ! স্বাক্ষী থাকুন, স্বাক্ষী থাকুন, স্বাক্ষী থাকুন’।[108] সুতরাং দ্বীনের মধ্যে কোন রকম সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন নেই।

এরপরেও যারা দ্বীন (কুরআন ও সুন্নাহ) নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবে আল্লাহ তাদেরকে আযাব ও গযবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

‘আল্লাহর দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহর গযব ও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব’।[109]

হাদীছের কিয়দংশও বিকৃত হ’লে কিংবা বিরোধিতা করলে ফিৎনায় পড়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

---

[108] মুসলিম হা/১২১৮ ‘বিদায় হজ্জ’ অনুচ্ছেদ; আবু দাউদ হা/১৯০৭; মিশকাত হা/২৫৫৫

[109] সূরা শূরা ৪২/১৬

‘যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়ায়) আক্রান্ত করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকালে) গ্রাস করবে মর্মান্তিক আযাব’।[110]

রাসূল (ﷺ) আমাদের নিকটে পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন, لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ‘আমি তোমাদের নিকটে এসেছি, একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে’।[111] এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘আর দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই বিদ’আত। আর প্রতিটি বিদ’আতই গোমরাহী’।[112]

দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু সৃষ্টি করা রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপের শামিল। এর পরিণতি হল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। রাসূল (ﷺ) বলেন, مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‘যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোন কথা বলে, যা আমি বলিনি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়’।[113]

ছাহাবীগণ জীবিত থাকা অবস্থায় দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন মত ও প্রথা চালু হয়েছিল। যেমন একদা আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে মসজিদে ডেকে দেখালেন কিছু লোক দলে দলে বসে কংকর নিয়ে ১০০ বার তাকবীর, তাসবীহ, তাহলীল গণনা করেছে। তা দেখে তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদের উম্মত! ধিক, তোমাদের ধ্বংস আসন্ন। এখনও নবীর ছাহাবীগণ জীবিত। আল্লাহর কসম! আজ মনে হচ্ছে তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীন (কুরআন ও সুন্নাহ) হ’তে আরও বেশী সঠিক পথে আছ কিংবা ভ্রষ্টতার দ্বার খুলে দিয়েছ। ঐ

---

[110] সূরা নূর ২৪/৬৩

[111] আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত হা/১৭৭, সনদ ছহীহ

[112] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ

[113] বুখারী হা/১০৯; মিশকাত হা/৫৯৪০

সকল ব্যক্তিরা বলল, আমরা এর মাধ্যমে উত্তম আমল করারই ইচ্ছা পোষণ করেছি। তিনি বললেন, এমন কতক ব্যক্তি আছে, যারা কল্যাণ চায় বটে, কিন্তু কল্যাণ লাভ করতে পারে না।[114]

অন্যত্র এসেছে, মারওয়ান মদীনার গভর্ণর থাকাবস্থায় ঈদের ছালাতের পূর্বে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়ার প্রচলন করেন। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করেছিলেন। কেননা এটা সুন্নাত বিরোধী আমল এবং দ্বীন ইসলামে তা বিদ‘আত।[115]

বিদ‘আদ সম্পর্কে ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন,

من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يدر علي ما هو منه إذا لقي الله عز و جل

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (দ্বীনের মধ্যে) এমন বিষয় উদ্ভাবন করল, যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রাসূলের সুন্নাতে পাওয়া যায় না, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তার স্থান কোথায় হবে সে তা জানে না।[116]

এছাড়া বিদ‘আতী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন,

(১) ‘যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লা‘নত করেন’।[117]

(২) ‘যে বিদ‘আতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল’।[118]

---

114 সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫; দারেমী হা/২০৪

115 বুখারী ২/৯০৮, ‘মিম্বর না নিয়ে ঈদগাহে গমন’ অনুচ্ছেদ

116 সুনান দারেমী, হা/১৫৮, সনদ ছহীহ; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচিতি, পৃঃ ৩০

117 মুসলিম হা/১৩৬৬

118 মিশকাত হা/১৮৯; তারাজু’আত হা/৫৯

(৩) ‘যে বিদ‘আতীকে আশ্রয় দিল, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ’।[119]

(৪) ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ‘আতীর থেকে তওবাকে আড়াল করে রাখেন, যতক্ষণ না সে বিদ‘আত পরিহার করে’।[120]

(৫) ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ‘আতীর তওবা প্রত্যাখ্যান করেন’।[121]

(৬) ‘আল্লাহ প্রত্যেক বিদ‘আতীর আমল প্রত্যাখ্যান করেন, যতক্ষণ না সে বিদ‘আত পরিহার করে’।[122]

সুন্নাত ও বিদ‘আত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের উক্তি-

(১) খলীফা আবূ বকর (রাঃ) বলেছেন, ‘সুন্নাতই হল আল্লাহর মযবূত রজ্জু’।

(২) ওমর (রাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সুন্নাত ত্যাগ করল, সে কুফরী করল। অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যারা নিজ রায়ের ভিত্তিতে কথা বলে, তারা সুন্নাতের শত্রু।...তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও বিপথগামী করেছে।

(৩) আববাস (রাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিরোধিতা করে, সে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, যদিও তার গলা কাটা যায়’।

(৪) ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, ‘প্রতি বছরই লোকজন একটি বিদ‘আত চালু করছে এবং একটি সুন্নাতকে মেরে ফেলছে। শেষ পর্যন্ত বিদ‘আতই জীবন্ত হবে এবং সুন্নাত মৃত্যু বরণ করবে’।[123]

---

[119] মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০

[120] ত্বাবারানী, ছহীহ তারগীব হা/৫৪

[121] ছহীহুল জামে’ হা/১৬৯৯

[122] সুনান ইবনু মাজাহ হা/৫০; তারাজু’আত হা/২৫

[123] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচিতি, পৃঃ ৪২-৫৫

অতএব দ্বীনের মূলনীতির কোন বিকৃতি করা চলবে না। যদি কেউ তা করে, তবে সে স্পষ্ট কুফরী করবে।

৪. জাহান্নামী হওয়া :

যারা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক ফায়ছালা করে না, তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যূলুম করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ 'যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে ফায়ছালা করে না, তারা কাফের',[124] তারা যালেম,[125] তারা ফাসেক[126]।

আল্লাহর বিধান অমান্যকারী কাফের, যালেম ব্যক্তির আবাসস্থল জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করল, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হল। সেখানে সে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।[127] তাতে ঊনিশজন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।[128] 'তাদেরকে বলে দাও, গ্রীষ্মের প্রখর তাপ অপেক্ষা জাহান্নামের আগুন আরও কঠিন ও ভয়াবহ। যদি তারা বুঝত,[129] এটি অতীব নিকৃষ্ট আবাসস্থল [130]।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হল- পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছু আদেশ করা হয়েছে তা কোনরূপ বিকৃত না করে পালন করা এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা মেনে চলা। এ মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوْا 'যখন আমি তোমাদেরকে কোন

---

[124] সূরা মায়েদা ৫/৪৪

[125] সূরা মায়েদা ৫/৪৫

126 সূরা মায়েদা ৫/৪৭

[127] সূরা জ্বিন ৭২/২৩

[128] সূরা মুদ্দাছছির ৭৪/৩০

[129] সূরা তওবা ৯/৮১)

[130] সূরা বাক্বারাহ ২/২০৬; ইমরান ৩/১৬২, ১৯৭

কিছুর হুকুম করি, তখন সেটা যথাসাধ্য পালন কর, আর আমি যখন কোন কিছু নিষেধ করি, তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক'।[131]

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে জান্নাতে যাবে। আর যে অমান্য করল সে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে এবং আফসোস করে তারা বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।[132] এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى 'আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা অসম্মত হবে। জিজ্ঞেস করা হল অসম্মত কারা? তিনি বললেন, যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই হল অসম্মত'।[133] এই অবাধ্য ব্যক্তিরা রাসূলের সুন্নাতকে পরিবর্তন করে এবং তাতে নতুন নতুন কথা, কাজের উদ্ভাবন করে। অথচ এই নতুন সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূল (ﷺ) নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'তোমরা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাক। কেননা প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নাম'।[134]

দ্বীনের নামে ছওয়াবের আশায় কিংবা নিজের ইচ্ছামত আমলকারী বিদ'আতী ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

---

131 মুসলিম হা/১৩৩৭; ইবনু মাজাহ হা/২; মিশকাত হা/২৫০৫

132 সূরা ফুরকান /২৭-২৮

133 বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩

134 আবু দাউদ হা/৪৬০৯; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫

وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِىْ، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِى. فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ. فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (الْحَكِيمُ) قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ-

সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হবে, তুমি জান না তোমার (ওফাতের) পরে এরা কত নতুন (হাদীছ) কথা তৈরী করেছিল। আমি তখন আল্লাহর সৎ বান্দা (ঈসার) মত বলব, 'যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কিন্তু আমার পরে তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর, এরা (তোমার দ্বীন তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল'।[135]

শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত বিদ'আতী ব্যক্তিরা হাউযে কাউছারের পানি পান করতে পারবে না। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'হাউযে কাউছারের অজস্র কল্যাণ আছে এবং হাউযে কাউছারে আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রসম হবে। তখন কতক ব্যক্তিকে ফেরেশতাগণ হাউযে কাউছার থেকে সরিয়ে দিবেন। আমি বলব, হে আমার রব! তারা তো আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে তারা কি নতুন মত ও পথ (বিদ'আত) অনুসরণ করেছিল'।[136]

---

[135] বুখারী হা/৪৩৭৯ 'যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম' অনুচ্ছেদ

[136] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৩৫, 'কিয়ামাতের অবস্থা সমূহ ও সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, 'হাশর' অনুচ্ছেদ

কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের বাহক ও প্রচারক হ'লেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। অতএব সুন্নাহকে অস্বীকার করা কিংবা নতুন কিছু উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যই হল রাসূল (ﷺ)-কে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা (নাউযুবিল্লাহ)। যার পরিণাম জাহান্নাম।[137]

[137] বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছলেহীন, ৩/১৩৯২ 'কিতাবুল ইলম'

৬. সমাজের শান্তি ও নিরাপত্যায় সুন্যাহ এর ভূমিকা

চুক্তি বিধি, সামাজিক আচরণ বিধি ও রাষ্ট্রবিধি সঙ্ক্রান্ত নিচের সুন্নাহ গুলো পরখ করলে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের ব্যক্তি জীবনের সকল স্তরের আখিরি ও দুনিয়াবি সকল সমস্যার সমাধান ই শুধু নয়, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরের সকল সমস্যার সমাধান ও পরিপূর্ণ সুন্যাহ অনুসরণ করেই আমরা নিশ্চিত করতে পারি।

চুক্তি বিধি

১. ক্রয়-বিক্রয়ের সুন্নাহ (ট)

১. ক্রয়-বিক্রয়ের মাসাইল শিখুন।[138]

২. হারাম জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে বিরত থাকুন।[139]

৩. সততার সাথে ব্যবসা করুন।[140]

৪. অবৈধভাবে পণ্য গুদামজাত করবেন না।[141]

৫. সকালবেলা দ্রুত ব্যবসার জন্য বেরিয়ে পড়ুন।[142]

৬. ব্যবসার জন্য এমন জায়গায় বসবেন না, যেখানে বসলে মানুষের চলাচলের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়।[143]

৭. বাজারে হইচই করবেন না।[144]

---

[138] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৮৫৫৯

[139] সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৭৪

[140] ইবনে মাজাহ শরিফ হাদিস ২১৩৯

[141] সহিহ মুসলিম: ১৬০৫

[142] সুনানে আবু দাউদ: ২৬০৬

[143] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৩

[144] শামায়েলে তিরমিজি: ৩৪৫

৮. ব্যবসার সাথে দান-খয়রাত করতে থাকুন।[145]

৯. ক্রয়-বিক্রয় এবং পণ্য-মূল্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ছাড় দিন। উদার মানসিকতা প্রদর্শন ও সহজতা অবলম্বন করুন।[146]

১০. ভদ্র ও সমবয়সি ক্রেতার সম্মান করুন। দুর্বল ক্রেতার উপর দয়া করুন।[147]

১১. বিক্রয়ের সময় পণ্যের অযাচিত প্রশংসা করবেন না।[148]

১২. ক্রয় করার সময় কোনো জিনিসকে খারাপ বলবেন না।[149]

১৩. কসম খেয়ে খেয়ে পণ্য বিক্রি করবেন না।[150]

১৪. মুনাফায় সীমালঙ্ঘন করবেন না।[151]

১৫. পণ্যের দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে দিন।[152]

১৬. অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু নিজে ক্রয়-বিক্রয় করবেন না।[153]

১৭. আগে থেকেই মূল্য নির্ধারণ করে নিন।[154]

১৮. মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে পীড়াপীড়ি করবেন না।[155]

১৯. ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেবেন না।[156]

২০. দুধের সাথে পানি মেশাবেন না।[157]

---

[145] সুনানে আবু দাউদ: ৩২২৬

[146] সহিহ বুখারি: ২০৭৬

[147] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৪

[148] আল-আদাব ফিন্দ দীন: ৪৩

[149] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৩

[150] সহিহ মুসলিম: ১৬০৭

[151] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৪

[152] সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা: ২৭৯

[153] জামে তিরমিজি: ১১৯২

[154] আল-মুখতাসারুল কুদুরি

[155] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৩

[156] সহিহ মুসলিম: ১০২

[157] শুআবুল ঈমান: ৪৯২৭

২১. মাপে কম দেবেন না।[158]

২২. মাপে সামান্য বেশি দিয়ে ওজন করুন।[159]

২৩. দ্রুত মাপবেন না।[160]

২৪. প্রতিদিন দাঁড়িপাল্লা পরিষ্কার করুন। বাটখারার কমতি পূর্ণ করে দিন।[161]

২৫. বিক্রিত পণ্য ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকুন।[162]

২৬. গাইরে মাহরাম নারী এবং সুশ্রী বালক থেকে দৃষ্টি হেফাজত করুন।[163]

২. বেতন দিয়ে শ্রমিক রাখার সুন্নাহ [ট]

১. মুসলমান শ্রমিককে বেতন দিয়ে রাখুন।[164]

২. প্রয়োজনে মুশরিককেও বেতন দিয়ে রাখার সুযোগ রয়েছে।[165]

৩. ভালো মানুষকে বেতন দিয়ে রাখুন।[166]

৪. সক্ষম ব্যক্তিকে বেতন দিয়ে রাখুন।[167]

৫. জ্ঞানী ও আমানতদার ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন, যে মাপে কম দেয় না।[168]

৬. শ্রমিকের সাথে মহব্বতের আচরণ করুন। তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেবেন না।[169]

৭. ভালো কর্মচারী ও শ্রমিকের সাথে বিশেষভাবে নম্র আচরণ করুন।[170]

---

[158] সুরা মুতাফফিফিন ৮৩: ১-২-৩

[159] সুনানে আবু দাউদ: ৩৩৩৬

[160] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৩

[161] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৪

[162] সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৬০

[163] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৪

[164] সহিহ মুসলিম: ১৮১৭

[165] সহিহ বুখারি: ২২৬২

[166] সুরা কাসাস: ২৬

[167] সুরা কাসাস: ২৬

[168] আল-আদাব ফিদ দীন: ৪৩

[169] সহিহ বুখারি: ২৫৪৬

[170] শামায়েলে তিরমিজি: ১৩৬

৮. শ্রমিককে খারাপ বলবেন না।[171]

৯. কাজ ও বেতন পূর্বেই নির্ধারণ করে নিন। এ ছাড়া লেনদেন শুদ্ধ হবে না।[172]

১০. কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকের হক আদায় করে দিন।[173]

১১. কোষাধ্যক্ষকে প্রফুল্লচিত্তে পারিশ্রমিক আদায় করুন।[174]

৩. শ্রমিকের সুন্নাহ (ট)

১. হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ করবেন না।[175]

২. পূর্ণ আমানতদারির সাথে কাজ করুন।[176]

৩. সম্পদের খেয়ানত করবেন না।[177]

৪. মালিকের অনুপস্থিতিতেও তার কল্যাণ কামনা করুন।[178]

৫. মালিককে সম্মান করুন।[179]

৬. মালিকের সন্তানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করুন।[180]

৪. বিয়ের সুন্নাহ (ট)

১. ভালো নিয়তে বিয়ে করুন। চোখ ও লজ্জাস্থান হেফাজত ও নেক সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে বিয়ে করুন।[181]

---

171 সহিহ বুখারি: ৩১

172 সহিহ বুখারি: ২২০৭

173 সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪৪৩

174 সহিহ বুখারি: ২২০৫

175 সুরা মায়েদা: ০২

176 সুরা নিসা: ৫৮

177 আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৪

178 আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৪

179 আল-আদাব ফিন্দ দীন: ৫৪

180 আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৪

181 সুরা নিসা: ২৪

২. দ্রুত বিয়ে করুন।[182]

৩. ভরণপোষণের সামর্থ্যবান হলেই বিয়ে করুন।[183]

৪. নারী নিজের অভিভাবকের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠাবেন।[184]

৫. অন্যের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দেবেন না।[185]

৬. কোন নারী নিজের সতীনের তালাক চাইবেন না।[186]

৭. বিয়ের পূর্বে একবার অবশ্যই পাত্রীকে দেখে নিন।[187]

৮. বিয়ের পূর্বে সরাসরি কিংবা কোনো মাহরামের মাধ্যমে পাত্রীর মতামত জানুন।[188]

৯. পাত্র-পাত্রীর একজনের মন আরেকজনের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার পর যদি কোনো বাধা না থাকে, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব পরস্পরের বিয়ে সম্পন্ন করিয়ে দিন। সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৪৭

১০. দীনদার এবং ভালো চরিত্রবান নারীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পছন্দ করুন।

১১. কুফু ঠিক রাখুন। অর্থাৎ বংশ, দীনদারি, সম্পদ, স্বাধীন এবং পেশায় সমান হওয়ার প্রতি খেয়াল রাখুন।

১২. এমন বংশের মেয়ে অনুসন্ধান করুন, যে বংশের মেয়েরা অধিক সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম।

১৩. বিবাহিতা নারীকে বিয়ের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে কুমারী মেয়েকে বিয়ে করুন।

১৪. সামর্থ্যের অধিক মহর নির্ধারণ করবেন না।

১৫. বিয়ের জন্য কোনো দিবসকে অশুভ মনে করবেন না।

১৬. প্রকাশ্যে বিয়ে করুন।

---

[182] জামে তিরমিজি: ১৭১

[183] সহিহ বুখারি: ৫০৬৬

[184] সুরা নিসা: ৩

[185] সহিহ মুসলিম: ১৪১২

[186] সহিহ বুখারি: ৫১৫২

[187] জামে তিরমিজি: ১০৮৭

[188] আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি: ১৮৮২

১৭. মসজিদে বিয়ে করুন।

১৮. স্বামী-স্ত্রীর জন্য দোয়া করুন,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

'আল্লাহ তোমার মঙ্গল সাধন করুন, তোমাকে উন্নতি দিন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৎকাজে পারস্পরিক সহযোগিতার তাওফিক দিন'।

১৯. খেজুর বণ্টন করুন।

২০. প্রথা পালন বা লাজলজ্জার ভয়ে নয়, বরং স্বাভাবিকভাবে বর-কনেকে হাদিয়া দিন।

২১. সাধারণভাবে বিয়ে করুন। বেশি খরচ করা থেকে বেঁচে থাকুন।

২২. প্রথা পালন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকুন।

২৩. বিয়ের পর যখন স্ত্রীর সাথে প্রথমবার একান্ত সাক্ষাৎ হবে অর্থাৎ বাসরঘরে প্রবেশ করবেন, তখন স্ত্রীর কপালের চুল ধরে পড়ুন,

للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

৫. তালাকের সুন্নাহ [ট]

১. তালাক দেওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে যথাসম্ভব বোঝানোর চেষ্টা করুন।

২. উভয় পক্ষের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করুন।

৩. দ্রুত তালাক দেবেন না।

৪. গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া তালাক দেবেন না।

৫. স্ত্রী কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া তালাক চাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

৬. মনে রাখবেন, হাসি-ঠাট্টা করে বা রাগের মুহূর্তে তালাক দিলে তালাক সাক হয়ে যায়।

৭. স্ত্রী নিজের সতিনের তালাক চাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

৮. হায়েজ অবস্থায় তালাক দেবেন না।

৯. একসাথে বা এক হায়েজ থেকে পবিত্র অবস্থায় তিন তালাক দেওয়া থে বিরত থাকুন।

১০. তালাক দেওয়া এবং ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখুন।

১১. তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য নিজের গর্ভাবস্থা গোপন রাখা বৈধ নয়।

১২. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালালা হওয়ার পর যদি প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধ আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

৬. ঋণের সুন্নাহ (ট)

পাওনাদারের সুন্নাহ

১. উত্তম নিয়তে ঋণ দিন।

২. পাওনাদার ভালোভাবে তাগাদা দিন।

৩. ঋণ আদায় করতে অক্ষম ব্যক্তিকে সুযোগ দিন।

৪. সম্ভব হলে গরিব লোকের ঋণ মাফ করে দিন।

৫. পাওনাদার ঋণ পরিশোধের সময় দেনাদারের জন্য দোয়া করুন,

أَوْ فَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ 'আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন, আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন'।

ঋণ গ্রহণকারীর সুন্নাহ

১. প্রয়োজন ছাড়া এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

২. পরিশোধ করার নিয়তে ঋণ নিন।

৩. ওয়াদা অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করুন। কোনো ওজর ছাড়া বিলম্ব করবেন না।

৪. ঋণ পরিশোধ করার সময় পাওনাদারের জন্য দোয়া করুন,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ 'আল্লাহ আপনার স্ত্রী ও সম্পদে বরকত দিন। '

৫. ঋণ পরিশোধ করার সময় কোনো শর্ত ছাড়াই নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়িয়ে দিতে চাইলে দিতে পারেন। এই বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যদি পূর্ব থেকে শর্ত করা হয়, প্রকাশ্যে হোক বা ইঙ্গিতে, তাহলে সুদ হওয়ার কারণে তা হারাম হবে।

ঋণের সাধারণ সুন্নাহ

১. সুদি লেনদেন করবেন না।

২. ঋণ নিলে স্মরণ রাখার জন্য লিখে রাখুন।

৭. ওসিয়তের সুন্নাহ [ট]

১. স্বতন্ত্রভাবে ওসিয়তনামা লিখে রাখুন।

২. পরিবারকে ইসলাম ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাকওয়ার উপর চলার ওসিয়ত করুন।

৩. আল্লাহ তাআলার হক বাকি থাকলে তা পূরণ করার ওসিয়ত করুন।

৪. ওসিয়তের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।

৫. ঋণ আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্বের সাথে ওসিয়ত করুন।

৬. যদি সামর্থ্য থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কিছু সম্পদ ওয়াকফ করুন।

৭. এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের কম ওসিয়ত করুন। এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসিয়ত করাও বৈধ।

৮. ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ নয়।

১. ওসিয়তের উপর সাক্ষী রাখুন।

১০. ওসিয়তকারীর বৈধ ওসিয়তের মধ্যে পরিবর্তন আনবেন না।

সামাজিক আচরণ বিধি

১. মা-বাবার হক ও সুন্নাহ [ট]

জীবিত থাকাবস্থায় মা-বাবার হক ও সুন্নাহ

১. মা-বাবার আনুগত্য করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শরিয়তবিরোধী কোনো কাজের আদেশ না করেন।

২. তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন। খেদমত করুন।

৩. সামর্থ্য থাকলে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করুন।

৪. সবসময় رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا বলে তাদের জন্য দোয়া করুন।
৫. জিহাদ, তাবলিগ ও ইলম অর্জনের সফরে বের হওয়ার পূর্বে তাদের থেকে অনুমতি নিন।
৬. নরম ভাষায় কথা বলুন।
৭. তাদের সামনে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করুন।
৮. তাদের গালি দেবেন না। গালির কারণ হবেন না। গালির কারণ হওয়ার অর্থ হলো, কেউ অন্যের বাবাকে গালি দিল, উত্তরে ওই ব্যক্তি তার বাবাকেও গালি দিল।
৯. মায়ের সাথে ভালো ব্যবহারকে বাবার তুলনায় প্রাধান্য দিন।
১০. সাধারণ অবস্থায় খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবাকে সন্তানের উপর প্রাধান্য দিন ।
১১. স্ত্রীকে মায়ের উপর, বন্ধুবান্ধবকে বাবার উপর প্রাধান্য দেবেন না।
১২. বাবার বন্ধুবান্ধবদের সাথে ভালো ব্যবহার করে বাবাকে খুশি করুন।

মৃত মা-বাবার হক

১. তাদের জন্য দোয়া করতে থাকুন।
২. তাদের কৃত ওয়াদা ও ওসিয়ত পূর্ণ করুন।
৩. প্রত্যেক শুক্রবারে তাদের কবর জিয়ারত করুন।
৪. তাদের সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়-চাচা, খালা, মামার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন।
৫. বড় ভাইকে বাবার মতো মনে করুন।

২. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সুন্নাহ (ট)

১. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করুন।
২. আল্লাহ তাআলার কাছে সওয়াবের আশা পোষণ করুন।
৩. নিজের বংশ এবং আত্মীয়দের পরিচয় জানুন।
৪. আত্মীয়তার বন্ধনে নিজের নিকটাত্মীয়দের প্রাধান্য দিন।
৫. আত্মীয়-স্বজন গরিব হলে প্রথমে তাদের সদকা দিন।
৬. মনে রাখবেন, জাকাত ও সদকার টাকা নিজের বাবা, দাদা, নানা-নানি, মেয়ে, নাতি-নাতনি, স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনকে দেওয়া বৈধ নয়।

৭. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় মুত্তাকি আত্মীয়দের প্রাধান্য দিন।

৮. যে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করে, তার সাথেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করুন।

৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্টকারীর সাথে সব সময় আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে থাকুন। তার দ্বারা আরোপিত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করুন।

১০. তার কল্যাণ কামনা করে ভালো কাজের আদেশ করুন। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করুন।

১১. তার সুখ-দুঃখে অংশ নিন।

১২. ওয়ারিশদের সম্পদশালী বানিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

৩. স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ও সুন্নাহ (ট)

১. স্বামীর হুকুম মেনে চলুন।

২. স্বামীর খেদমত করুন।

৩. স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করাবেন না।

৪. স্বামীর সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করবেন না। অপচয়ও করবেন না।

৫. স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা রাখবেন না।

৬. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ত্রুটিগুলো এড়িয়ে চলুন।

৭. একে অপরের দুর্ব্যবহারের উপর ধৈর্যধারণ করুন।

৮. অল্পে তুষ্ট থাকুন।

৯. স্বামীর অকৃতজ্ঞ হবেন না।

১০. স্বামী কথা বলার সময় চুপ থাকুন।

১১. স্বামীর পরিবারের লোকদের সম্মান করুন।

১২. নিজের প্রতিবেশীর সাথে যথাসাধ্য কম কথা বলুন।

১৩. স্বামীর বন্ধুদের সামনে নিজের পরিচয় দেবেন না। যারা পরিচিত, তাদের সামনেও অপরিচিতের মতো থাকুন।

১৪. নিজের সংশোধন, ঘর গোছানো এবং নামাজ-রোজার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিন।

১৫. স্বামীর সামনে সেজে থাকুন।

১৬. তাকে দেখার সময় খুশি প্রকাশ করুন।

১৭. তার কাছে থাকার সময় ভালোবাসা প্রকাশ করুন।

১৮. যদি ওজর না থাকে, তাহলে সহবাস থেকে নিষেধ করবেন না।

১৯. সহবাসের কথা অন্যের সামনে প্রকাশ করবেন না।

২০. স্বামী ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিন।

২১. কোনো কারণ ছাড়া তালাক চাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

৪. স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ও সুন্নাহ (ট)

১. স্ত্রীর সামনে সাজসজ্জা অবস্থায় থাকুন।

২. স্ত্রীকে ওই খাবার খাওয়াবেন, যে খাবার নিজে খেয়ে থাকেন।

৩. ওই মানের কাপড় পরাবেন, যে মানের কাপড় নিজে পরিধান করে থাকেন।

৪. নরম ভাষায় কথা বলুন।

৫. স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করুন। স্ত্রী কোনো কষ্ট দিলে তা সহ্য করুন।

৬. ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করুন।

৭. বৈধ অঙ্গীকার পূর্ণ করুন।

৮. একাধিক স্ত্রী হলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করুন।

৯. অবাধ্য হলে প্রথমে নসিহত করুন।

১০. নসিহত দ্বারা কাজ না হলে বিছানা পৃথক করে দিন।

১১. যদি এই পদ্ধতিও কার্যকরী না হয়, তাহলে শরিয়তের সীমার ভেতরে থে সামান্য প্রহার করুন।

১২. স্ত্রীর চেহারায় আঘাত করবেন না।

১৩. স্ত্রীর বান্ধবী এবং আত্মীয়দের সম্মান করুন।

৫. প্রতিবেশীর সুন্নাহ (ট)

১. ভালো প্রতিবেশী নির্বাচন করুন।

২. সব সময় তাদের সাথে ভালো আচরণ করুন।

৩. নিজের কোনো কথা বা কাজ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেবেন না।

৪. তারা কোনো কষ্ট দিলে তা সহ্য করুন।

৫. নিজের দেয়ালে প্রতিবেশী কোনো কাজ করতে চাইলে নিষেধ করবেন না, যদি দেয়াল বা ঘরের কোনো ক্ষতি না হয়।

৬. তাদের সাথে সহানুভূতি পোষণ করুন। তাদের সুখে-দুঃখে অংশীদার হোন।

৭. যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে থাকেন, তা তাদের জন্যও পছন্দ করুন।

৮. ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর জন্য সামর্থ্যানুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা করুন।

৯. প্রতিবেশীর হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে করবেন না।

১০. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করুন।

১১. যখন ঘর বিক্রি করার ইচ্ছা করবেন, তখন প্রতিবেশীর সাথে আলোচনা করুন।

১২. মুসলমানের উপর মুসলমান হিসেবে অর্পিত যত অধিকার রয়েছে, সেগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখুন।

৬. বন্ধুদের হক ও সুন্নাহ (ট)

১. ঈমানদার বন্ধু নির্বাচন করুন।

২. ভালো মানুষকে বন্ধু নির্বাচন করুন।

৩. আল্লাহ তাআলার জন্য বন্ধুকে মহব্বত করুন।

৪. বন্ধুকে জানিয়ে দিন, আপনি তাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করেন। জানিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, হাদিস শরিফের এক বর্ণনায় বন্ধুর ঘরে গিয়ে মহব্বতের বিষয়টি জানানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

৭. সাধারণ মুসলমানের হক ও সুন্নাহ (ট)

১. কোনো মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করবেন না।

২. কোনো মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না।

৩. হিংসা-বিদ্বেষ ও গিবত থেকে বেঁচে থাকুন।

৪. চোগলখোরি থেকে বেঁচে থাকুন।

৫. কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না।

৬. বৃদ্ধ মানুষকে সম্মান করুন।

৭. অসুস্থ হলে দেখতে যান।

৮. অনুপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করুন।

৯. জানাজায় শরিক হোন।

১০. মাগফিরাতের দোয়া করুন।

১১. মৃত ব্যক্তির ভালো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

১২. হাঁচির উত্তর দিন।

১৩. হাদিয়া কবুল করুন।

১৪. হাদিয়া দিন।

১৫. দাওয়াত কবুল করুন।

১৬. কেউ কথা বলার সময় চুপ থেকে তার পুরো কথা শ্রবণ করুন।

১৭. সততার সাথে লেনদেন করুন। খেয়ানত করবেন না।

১৮. কারো দামদরের পণ্যে নিজে দামদর করবেন না।

১৯. কেউ বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তার প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে নিজে প্রস্তাব দেবেন না।

২০. মুসলমানদের সুখে-দুঃখে শরিক থাকুন।

২১. নিজের ভাইকে সত্যবাদী মনে করুন। কোনো কারণ ছাড়া তাকে মিথ্যাবাদী বানাবেন না।

২২. দোষ গোপন করুন।

২৩. কোনো মুসলমানের সম্মানহানি হতে দেখলে তা প্রতিহত করুন।

২৪. কোনো মুসলমানের দোষ তালাশ করবেন না।

২৫. কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করুন।

২৬. অনুমতি চাওয়ার পূর্বে সালাম দিন।

২৭. সর্বোচ্চ তিনবার অনুমতি চান।

২৮. যার মাধ্যমে খবর পাঠানো হয়েছে, তার সাথে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি চলে এলে পৃথকভাবে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২৯. মধ্যম শব্দে দরজায় কড়া নাড়ুন।

৩০. একবার দরজায় কড়া নেড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

৩১. নিজের পরিচয় বলুন। 'আমি আমি' বলবেন না।

৩২. দরজার ছিদ্র দিয়ে ভেতরে তাকাবেন না।

৩৩. নিজের ঘরে প্রবেশের পূর্বে স্পষ্ট বা ইঙ্গিতে আগমনের কথা জানিয়ে দিন।
৩৪. দরজার বরাবর দাঁড়াবেন না।
৩৫. দৃষ্টি অবনত রাখুন।
৩৬. অনুমতি না পেলে ফিরে যান।
৩৭. ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রামের সময় এবং এশার নামাজের পর নাবালেগ শিশুর জন্যও কামরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হবে। আর অন্য সময় অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবে।

৮. সাক্ষাৎ ও মুসাফাহার সুন্নাহ (ট)

১. কোনো ওজর না থাকলে সাক্ষাৎ প্রদান করতে গড়িমসি করবেন না।
২. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে যান।
৩. অনুমতি নেওয়ার সময় ভদ্রতার প্রতি লক্ষ রাখুন।
৪. হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ করুন।
৫. সালাম দিন।
৬. মুসাফাহা করুন।
৭. উভয় হাতে মুসাফাহা করুন।
৮. সফর থেকে ফিরে আসার পর মুআনাকা করুন।
৯. সাক্ষাতের সময় সালামের পর মুসাফাহা করুন।
১০. বারবার সাক্ষাতের জন্য আসবেন না।
১১. ঘরের মালিক যেখানে বসতে বলে, সেখানে বসুন।
১২. ঘরে যে নারীদের সাথে পর্দা করতে হয়, তাদের থেকে দৃষ্টি হেফাজত করুন।
১৩. ঘরের আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের দিকে তাকাতাকি করবেন না।
১৪. পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের কথায় কান দেবেন না।
১৫. যদি কারো বাড়িতে নামাজ পড়তে হয়, তাহলে বাড়ির মালিকের অনুমতি ব্যতীত ওই বাড়িতে ইমামতি করবেন না।
১৬. চলে যাওয়ার সময় বাড়ির মালিকের অনুমতি নিন।

৯. মোবাইল-সম্পর্কিত সুন্নাহ [ট]

কলদাতার সুন্নাহ

১. প্রথমে সালাম দিন।

২. নিজের পরিচয় দিন।

৩. অপ্রয়োজনে রিংটোন বাজিয়ে কাউকে কষ্ট দেবেন না।

৪. অপরপক্ষ যদি রিসিভ না করেন, তাহলে তিনবারের বেশি কল দেবেন না।

রিসিভকারীর সুন্নাহ

১. রিংটোন বাজলে রিসিভ করুন।

২. খুব প্রয়োজন ছাড়া নারীদের ফোন রিসিভ করবেন না।

৩. সালামের পর পরিচয় নিন।

ফোনের সাধারণ সুন্নাহ

১. প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘ সময় কথা বলবেন না।

২. গানবাজনার রিংটোন সেট করবেন না।

৩. আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কাজে ফোন ব্যবহার করুন।

৪. শিশুদের ফোন ব্যবহার করতে দেবেন না।

৫. এমনভাবে ফোন ব্যবহার করবেন না, যাতে অন্য ব্যক্তির কষ্ট হয়।

৬. মোবাইলে জোরে জোরে কথা বলবেন না।

৭. মসজিদে প্রবেশ করার সময় ফোন বন্ধ করে রাখুন।

৮. দুই ব্যক্তির কথা তাদের অনুমতি ছাড়া কান লাগিয়ে শুনবেন না। অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করেও শ্রবণ করবেন না।

১০. মেহমানের সুন্নাহ [ট]

মেজবানের সাথে সম্পর্কিত সুন্নাহ

১. মেহমানকে স্বাগত জানান।

২. মেহমানের আপ্যায়ন করাকে তার অধিকার মনে করুন।

৩. মেহমানের যত্ন নিন।

৪. মেহমানের জন্য নিজের সামর্থ্যের বাইরে কিছু করবেন না।

৫. মেহমান যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ তার সাথে ভালো ব্যবহার করুন।

৬. মেহমানকে বিদায় জানানোর জন্য দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যান।

মেহমানের সুন্নাহ

১. মেজবানের দাওয়াত কবুল করুন।

২. অনুমতি ও সাক্ষাতের সুন্নাহর প্রতি খেয়াল রাখুন।

৩. খাওয়া-দাওয়ার সুন্নাহর প্রতি খেয়াল রাখুন।

৪. মেজবানের জন্য বোঝা হবেন না।

৫. মেজবানের ঘরে নিজের বাচ্চাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবেন না। অন্যথায় মেজবানের ঘরের জিনিসপত্র সে নষ্ট করে ফেলতে পারে।

৬. আপ্যায়নের জন্য মেজবানের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন।

১১. মজলিসের সুন্নাহ (ট)

১. ভালো নিয়তে মজলিসে শরিক হোন।

২. নেককারদের মজলিসে শরিক হোন।

৩. অনৈসলামিক মজলিসে শরিক হবেন না।

৪. শত্রুপক্ষের মজলিসে শরিক হবেন না।

৫. চলাচলের পথে বসা থেকে বিরত থাকুন।

৬. অনর্থক মজলিস-বিশেষ করে এশার নামাজের পর মজলিস তৈরি করা থেকে বিরত থাকুন।

৭. মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কোনো কাজে লিপ্ত না থাকলে সেখানে পৌঁছে তাদের সালাম দিন।

৮. মজলিসে আগমনকারীদের জন্য স্থান করে দিন।

৯. মজলিসে প্রবেশের সময় জুতা খুলে নিন।

১০. মজলিসে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে বসুন।

১১. অনুমতি ব্যতীত দুই ব্যক্তির মাঝে বসে তাদের বিচ্ছিন্ন করবেন না।

১২. কোনো মজলিসে মুসলিম-অমুসলিম থাকলে মুসলমানদের নিয়ত করে সালাম দিন।

১২. আনন্দ-ফুর্তি ও রসিকতা করার সুন্নাহ (ট)

১. রসিকতার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবেন না।

২. বেশি হাসবেন না।

৩. যে রসিকতা পছন্দ করে না, তার সাথে রসিকতা করবেন না।

৪. বাদশাহ, উলামায়ে কেরাম ও বিচারক প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে রসিকতা করবেন না।

৫. রসিকতা করার সময় শরিয়তের নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বেঁচে থাকুন। যেমন, প্রয়োজনীয় কিছু গোপন করা, মিথ্যা কথা বলা, কাউকে তুচ্ছ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন।

৬. হাতের ইশারায় বা এমন খারাপ শব্দ দ্বারা রসিকতা করবেন না-যা পরবর্তী সময়ে ঝগড়ার কারণ হয়।

৭. যখন কাউকে হাসি-খুশি অবস্থায় দেখলে তাকে (أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّ) দোয়া করে দিন।

১৩. কথা বলার সুন্নাহ (ট)

১. প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবেন না।

২. অনর্থক কথা বলবেন না।

৩. প্রয়োজন থেকে বেশি কথা বলবেন না।

৪. কথা বলা বা জিজ্ঞাসাবাদের সময় বড়কে দিয়ে শুরু করুন।

৫. ভালো কথা বলুন, অন্যথায় চুপ থাকুন।

৬. পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কথা বলুন।

৭. কথা দ্রুত বলবেন না। স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ভাষায় কথা বলুন।

৮. কঠিন বিষয়কে তিনবার বলুন।

৯. কথা বলার সময় হাত কখনো কখনো নাড়াতে পারেন।

১০. হাত দ্বারা বেশি ইশারা করবেন না।

১১. কথা বলার সময় কখনো কখনো বাম হাতের আঙুল ডান হাতের তালুতে মারতে পারেন।

১২. আশ্চর্য হলে 'তাকবির ও তাসবিহ' পড়ুন।

১৩. নিজের প্রমাণ বুঝেশুনে বর্ণনা করুন।

১৪. অহংকারীদের মতো কথা কেটে কেটে বলবেন না।

১৫. রাগান্বিত অবস্থায় থাকলে রাগ কমে যাওয়ার পর কথা বলুন।

১৬. সত্য কথা বলুন। মিথ্যা বলবেন না।

১৭. ফাসেকের প্রশংসা করবেন না।

১৮. কথাবার্তায় কঠোর মেজাজ দেখাবেন না। কাউকে অপমান করবেন না।

১৪. সম্মানিত ব্যক্তিদের সুন্নাহ (ট)

১. আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের অক্ষমতা এবং তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দিন।

২. নিজের বংশীয় আভিজাত্যের উপর ভরসা করবেন না।

৩. নিজের সম্মানের হেফাজত করুন।

৪. নিজের অবস্থান থেকে সরে যাবেন না।

৫. নিজ বংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন বংশের ব্যক্তির সাথে মিল-মহব্বত রাখুন।

৬. দীনদার, ফকিহ এবং কুরআন পাঠকারীদের সোহবত গ্রহণ করুন।

৭. আলেমের সম্মান করুন (জ্ঞানেগুণে ছোট হলেও)।

৮. নিজের সঙ্গীদের সম্মান করুন।

৯. দুর্বলদের উপর দয়া করুন।

১০. প্রতিবেশীদের সাহায্য করুন।

১১. নিজের চরিত্র সংশোধন করার চিন্তা করুন।

১২. কথাবার্তা ও রাগের সময় নিজের জবানের হেফাজত করুন।

১৫. সম্পদশালী ব্যক্তির সুন্নাহ (ট)

১. সবসময় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন।

২. সম্পদকে সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম বানান।

৩. সম্পদের উপর ভরসা করবেন না। সম্পদকে অধিক মহব্বত করবেন

৪. বিনয় অবলম্বন করুন।

৫. প্রত্যেক ব্যক্তিকে সালাম দিন।

৬. ভিক্ষুক দেখে খুশি প্রকাশ করুন। তাদের অভ্যর্থনা জানান।

৭. কোনো গরিব মানুষকে তুচ্ছ মনে করবেন না।

৮. ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা ও অপচয় পরিহার করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবেন।

৯. অনর্থক খরচ করবেন না।

১৬. অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সুন্নাহ (ট)

১. ভিক্ষাবৃত্তির অভ্যাস বানিয়ে ফেলবেন না।

২. অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করুন।

৩. দারিদ্র্যকে যথাসম্ভব গোপন রাখুন।

৪. নিজেকে নিজে লাঞ্ছিত করবেন না।

৫. লোভ-লালসা করবেন না।

৬. ভদ্র ও সম্মানিত মানুষের কাছে প্রয়োজন পরিমাণ চান।

১৭. রোগী দেখার সুন্নাহ (ট)

১. সওয়াবের আশায় রোগী দেখুন।

২. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান, যদিও সে ছোট বাচ্চা হয়।

৩. অমুসলিম রোগীদেরও দেখতে যান। তাদের ইসলামের দাওয়াত দিন।

৪. রোগী অজ্ঞান হলেও তাকে দেখতে যান।

৫. যদি অসুস্থ ব্যক্তির কষ্ট না হয়, তাহলে বারবার দেখতে যান।

৬. উপযুক্ত সময়ে শুশ্রূষার জন্য যান।

৭. সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে যান।

৮. পরিবার থেকে রোগীর খবর নিন।

৯. রোগীর খেদমত করুন। তার প্রতি ভালো আচরণ করার জন্য পরিবারকে উৎসাহ দিন।

১০. রোগীর মাথার পাশে বসুন।

১১. রোগীকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

১২. রোগীকে রোগের সাওয়াব বলে দিন।

১৩. মাহরাম হলে রোগীর জন্য দোয়া করার সময় তার মাথায় হাত রেখে দোয়া করুন।

১৪. জ্বর ও ব্যথার সময় পড়ুন,

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَيَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ حَرِّ النَّارِ.

১৫. নেককার ব্যক্তির ওজুর অতিরিক্ত পানি রোগীর শরীরে ছিটিয়ে দিন।

১৬. রোগীকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করুন।

১৭. অধিক জিজ্ঞাসা করবেন না।

১৮. রোগীকে দেখতে গিয়ে তার কাছে বেশি সময় থাকবেন না।

১৯. হাসপাতাল এবং ঘরের খেদমতকারিণী নারীদের থেকে দৃষ্টি হেফাজত করুন।

১৮. শোক প্রকাশ করার সুন্নাহ (ট)

১. সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে শোকপ্রকাশ করুন।

২. সুন্নাত শব্দ দিয়ে শোকপ্রকাশ করুন।

৩. দুঃখ প্রকাশ করুন।

৪. কথা কম বলুন।

৫. শোক প্রকাশকালে হাসবেন না।

১৯. সামাজিক বিবিধ সুন্নাহ (ট)

১. বন্ধু ও শত্রুর সাথে এমনভাবে মিশুন, যাতে তারা অপমানিত না হন। তাদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও সৃষ্টি না হয়।

২. বন্ধুর সামনেও এমন জিনিস প্রকাশ করবেন না, যা ভবিষ্যতে কষ্টের কারণ হয়।

৩. যেখানে কিছু লোক আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে দাঁড়াবেন না।

৪. ঝগড়া ও রাগের সময় ভদ্রতা বজায় রাখুন।

৫. পুরুষ হয়ে নারীদের মতো আচরণ করবেন না। ক্রীতদাসের মতো বিগলিত হবেন না; বরং স্বাভাবিকভাবে বসার চেষ্টা করুন।

৬. বারবার নিজের পোশাক দেখবেন না।

৭. বারবার ফিরে তাকাবেন না।

৮. আঙুলগুলো জোটবদ্ধ করবেন না।

৯. কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

১০. হাঁটুর উপর বসবেন না।

১১. মানুষের সামনে বেশি থুথু ফেলবেন না।

১২. যদি রাজা-বাদশাহ বা সরকারি পদস্থ কর্মকর্তার সাহচর্য লাভ হয়, তাহলে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকুন। তাদের রীতিনীতি বদলে যাওয়ার উপর নিশ্চিন্ত হবেন না।

১৩. বাদশাহ বা পদমর্যাদাসম্পন্ন লোক এবং তাদের পরিবারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।

রাষ্ট্রবিধি

ক. নেতৃত্বের সাধারণ সুন্নাহ (ট)

১. নেতৃত্ব কামনা করবেন না। মনে কল্পনাও করবেন না।[189]

২. পুরুষদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করুন।[190]

৩. আমানতদার এবং অভিজ্ঞ লোককে নেতা নির্বাচন করুন।[191]

৪. নেককার উজির বা পরামর্শদাতা নির্ধারণ করুন।[192]

৫. নেতাগণ জামাতের সাথে নামাজ পড়ার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিন।[193]

---

[189] সহিহ বুখারি: ৭১৪৬

[190] সহিহ বুখারি: ৪৪২৫

[191] সুরা ইউসুফ: ৫৪-৫৫

[192] সহিহ বুখারি: ৬৬১১

[193] মুআত্তা মালেক : ৯

খ. বিচারকের সুন্নাহ (ট)

১. আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করুন।[194]

২. ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সিদ্ধান্ত প্রদান করুন।[195]

৩. প্রজাদের কল্যাণ কামনা করুন। তাদের ধোঁকা দেবেন না।[196]

৪. প্রজাদের প্রয়োজন পূর্ণ করুন।[197]

৫. প্রজাদের সাথে উদার আচরণ করুন।[198]

৬. প্রজাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন।[199]

৭. বড়ত্ব দেখাবেন না।[200]

৮. উলামায়ে কেরামের সাথে ভদ্রতার আচরণ করুন।[201]

৯. গোয়েন্দাগিরি করবেন না।[202]

১০. এই পদে সমাসীন হবার আগে যাদের সাথে হাদিয়া লেনদেনের সম্পর্ক ছিল না, তাদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করবেন না।[203]

গ. বিচারকের প্রতি প্রজাদের সুন্নাহ (ট)

১. বিচারকের কথা মানুন।[204]

২. বিচারককে সম্মান করুন।[205]

---

[194] সুরা মায়েদা: ৪৯

[195] সুরা নিসা: ৫৮

[196] সহিহ বুখারি: ৭১৫১

[197] জামে তিরমিজি: ১৩৩২

[198] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫২

[199] সহিহ মুসলিম: ১৮২৮

[200] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫২

[201] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫২

[202] সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৮৯

[203] আল মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১১৪৮৬

[204] সুরা নিসা : ৫৯

[205] সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭১২

৩. বিচারককে ভয় করুন, যদিও তিনি নরম স্বভাবের হয়ে থাকেন।[206]

৪. তার জন্য দোয়া করতে থাকুন।[207]

৫. তার অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করবেন না।[208]

৬. বিচারকের দরজায় গিয়ে বসে থাকবেন না।[209]

৭. খুব কম সাহায্য চান, তবে প্রয়োজন হলে বেশি চাইতে পারেন।[210]

ঘ. জিহাদের সুন্নাহ (ট)

১. আল্লাহ তাআলার কালিমা উঁচু করার নিয়তে জিহাদ করুন।[211]

২. জিহাদে বের হওয়ার পূর্বে সব গুনাহ থেকে তাওবা করুন।[212]

৩. জিহাদ করার পূর্বে নেক আমলের প্রতি মনোযোগী হোন।[213]

৪. জিহাদে যাওয়ার পূর্বে মা-বাবা থেকে অনুমতি নিন।[214]

৫. জিহাদে যাওয়ার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করে নিন।[215]

৬. জিহাদের জন্য সাধ্যানুযায়ী যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করুন।[216]

৭. শক্তিশালী এবং কঠিন হৃদয়ের মুজাহিদদের দলগঠনে নির্বাচন করুন।[217]

৮. মুজাহিদদের জন্য অস্ত্র তৈরি করুন। তাদের পরিবারের খোঁজ নিন।[218]

---

[206] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৩

[207] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৩

[208] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৩

[209] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৩

[210] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৩

[211] সহিহ বুখারি: ১২৩

[212] মাউসুআতুল আদাবিল ইসলামি, ২৮১

[213] সহিহ বুখারি: ২৮০৮

[214] সুনানে আবু দাউদ: ২৫২০

[215] আল-আদাব ফিদ দীন: ৩৪

[216] সুরা আনফাল: ৬০

[217] সুরা ফাতাহ : ২৯

[218] সহিহ বুখারি: ২৮৪৩

৯. সেনাপ্রধান ও সৈন্যদের নসিহত করুন। তাদের আনুগত্য এবং গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে শিক্ষা দিন। জিহাদের হুকুম-আহকাম বলুন।[219]

১০. আমির সাহেব সৈন্যদের বিদায় দেওয়ার সময় পড়ুন,[220]

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

১১. মুজাহিদগণ সফরের সুন্নাহর প্রতি খেয়াল রাখুন।

১২. গুনাহের কাজ ছাড়া অন্য সব বিষয়ে আমিরের আনুগত্য করুন।[221]

১৩. খাঁটি মনে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা রাখুন।[222]

১৪. সম্ভব হলে হাদিস শরিফে বর্ণিত সংখ্যানুযায়ী সৈন্যদল তৈরি করুন।[223]

১৫. সংখ্যাধিক্য দেখে অহংকার করবেন না।[224]

১৬. আমির সাহেব নিজের সঙ্গীদের সাথে মাশওয়ারা করুন।[225]

১৭. গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং দায়িত্ব সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিন।[226]

১৮. সম্ভব হলে অবশ্যই শত্রুবাহিনীর ভেতর তাঁবুতে কাউকে গোয়েন্দা বানিয়ে পাঠান।[227]

১৯. শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আশা করবেন না।[228]

২০. শত্রুর সামনে শক্তি প্রকাশ করুন, দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না।[229]

২১. শত্রুর সামনে বীরত্ব প্রকাশ করে চলুন।[230]

---

219 সহিহ মুসলিম: ১৭৩১

220 সুনানে আবু দাউদ: ২৬০১

221 সহিহ বুখারি: ৭১৪৪

222 সহিহ বুখারি: ২৭৯৭

223 সুনানে আবু দাউদ: ২৬১১

224 সুরা তাওবা: ২৫

225 সুরা আলে ইমরান: ১৫৯

226 জমউল ওসায়েল: ২/৪৭৬

227 সহিহ মুসলিম: ১৯০১

228 সহিহ বুখারি: ৩০২৬

229 আল ইমরান: ১৩৯

230 আল-হালবি কাবির। ১৪/২৫১

২২. জিহাদ করার পূর্বে দোয়া করুন।[231]

২৩. শত্রুপক্ষকে ধারাবাহিকভাবে তিন জিনিসের কোনো একটির আহ্বান করুন- ইসলাম, কর, যুদ্ধ। প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিন। যদি ইসলাম কবুল না করে, তাহলে কর দেওয়ার জন্য বলুন। যদি কর দিতে না চায়, তাহলে যুদ্ধ করুন।[232]

২৪. দিনের শুরুর বেলায় অথবা সূর্য ঢলার পর যুদ্ধ শুরু করুন।[233]

২৫. আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ভরসা করুন। তার কাছেই সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা করুন।[234]

২৬. সাহায্যকে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত মনে করুন।[235]

২৭. যুদ্ধের ময়দানে বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলার জিকির করুন।[236]

২৮. জিহাদের ময়দানে একত্রে থাকুন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন না।[237]

২৯. যুদ্ধ চলাকালে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবেন না।[238]

৩০. যুদ্ধের ময়দানে কোনো কারণ ছাড়া আওয়াজ উঁচু করবেন না।[239]

৩১. আশ্রয়দাতার আশ্রয়ের প্রতি খেয়াল রাখুন। নিরাপত্তা দানকারীর নিরাপত্তা দানের মূল্যায়ন করুন। যদিও আশ্রয়দাতা নারী হয়।[240]

৩২. ওয়াদা পূর্ণ করুন। ধোঁকা দেবেন না।[241]

---

[231] সুনানে আবু দাউদ: ২৬৩২

[232] সহিহ মুসলিম: ১৭৩১

[233] সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৫৫

[234] সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬০

[235] সুরা তাওবা: ২৫

[236] সুরা আনফাল: ৪৫

[237] সুরা আনফাল: ১৫

[238] সুরা আনফাল: ১৬

[239] সুনানে আবু দাউদ: ২৬৫৬

[240] সহিহ বুখারি: ৩৫৭

[241] সুরা আনফাল: ৫৮

৩৩. মনে রাখবেন, যুদ্ধ হলো কৌশল। শত্রুকে পরাজিত করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা বৈধ।[242]

৩৪. বিজয়ের পর শুকরিয়ার নামাজ আদায় করুন।[243]

৩৫. কোনো লোককে পাঠিয়ে স্থানীয় মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দিন। বর্তমান যুগে মিডিয়ার ব্যবহার করুন।[244]

৩৬. মৃত ব্যক্তিদের অঙ্গবিকৃতি করবেন না। নাক-কান কাটবেন না।[245]

৩৭. নারী, ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করবেন না।[246]

৩৮. বন্দিদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন।[247]

৩৯. বন্দিদের মাঝে যদি মা এবং তার সন্তান থাকে কিংবা দুজন রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় থাকে, তাহলে তাদের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন না করে একত্রে রাখুন।[248]

৪০. গনিমতের সম্পদে খেয়ানত করবেন না।[249]

৪১. গনিমতের সম্পদ বণ্টন হওয়ার পূর্বে ব্যবহার করবেন না। তবে খাওয়াদাওয়া এবং প্রয়োজনীয় জিনিস প্রয়োজন পরিমাণ দারুল ইসলামে আসার পূর্বে ব্যবহার করতে পারবেন।[250]

৪২. বিজিত এলাকায় কয়েকদিন থাকুন।[251]

৪৩. বিজিত এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না।[252]

---

242 সহিহ বুখারি: ৩০৩০

243 সুনানে আবু দাউদ: ২৭৭৪

244 সহিহ বুখারি: ৪৩৫৭

245 সুনানে আবু দাউদ: ২৬৬৭

246 সহিহ বুখারি: ৩০১৪

247 সুরা দাহর, ৭৬: ৮

248 সুনানে আবু দাউদ: ২৬৯৬

249 সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬১

250 সুনানে আবু দাউদ: ২৭০৩

251 সহিহ বুখারি: ৩০৬৫

252 সুরা হজ্জ, ২২:৪১

৪৪. যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় স্থানীয় মুসলমানগণ মুজাহিদদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হয়ে আসুন।[253]

ঙ. বন্দিদের সুন্নাহ (ট)

১. নিজের পূর্ণ মনোযোগ আল্লাহ তাআলার দিকে দিন।[254]

২. আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হবেন না।[255]

৩. আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো কাছে মুক্তির আশা করবেন না।[256]

৪. মাখলুকের কাছে অভিযোগ করবেন না।[257]

৫. যদি বন্দি অবস্থায় শহিদ হওয়ার সুযোগ আসে, তাহলে প্রথমে দু-রাকাত নামাজ পড়ুন।[258]

চ. সিদ্ধান্ত প্রদানের সুন্নাহ (ট)

১. বিচারক পদের গুরুত্ব অনুভব করুন।[259]

২. বিচারকের পদ কামনা থেকে বিরত থাকুন।[260]

৩. অযোগ্য ব্যক্তি পদ গ্রহণ করবেন না।[261]

৪. শরিয়ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করুন।[262]

৫. সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় আল্লাহ তাআলার দিকে মনোযোগী হোন।[263]

---

[253] সহিহ বুখারি: ৩০৮৩

[254] আল-আদাব ফিদ দীন: ৩৪

[255] আল-আদাব ফিদ দীন: ৩৪

[256] আল-আদাব ফিদ দীন: ৩৪

[257] আল-আদাব ফিদ দীন: ৩৪

[258] সহিহ বুখারি: ৪০৮৬

[259] জামে তিরমিজি: ১৩২৫

[260] জামে তিরমিজি: ১৩২৪

[261] সহিহ বুখারি: ৫৯

[262] সুরা সোয়াদ: ২৬

[263] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৮

৬. চিন্তাভাবনা করে শান্তভাবে সিদ্ধান্ত দিন।[264]

৭. রাগান্বিত অবস্থায় সিদ্ধান্ত দেবেন না।[265]

৮. উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করা ব্যতীত সিদ্ধান্ত দেবেন না।[266]

৯. কারো বাকপটুতায় প্রভাবান্বিত হয়ে তার পক্ষ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।[267]

১০. উভয় পক্ষের সাথে একই ধরনের আচরণ করুন। কারো পক্ষপাতিত্ব করবেন না।[268]

১১. সিদ্ধান্ত প্রদানে পক্ষপাতিত্বের জন্য ঘুস গ্রহণ করবেন না।[269]

১২. বিচারকের পদে বসার পূর্বে যাদের সাথে হাদিয়ার লেনদেন হতো না, তাদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করবেন না।[270]

১৩. অপবাদের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখুন।[271]

১৪. একই বিষয় দুই রকম সিদ্ধান্ত দেবেন না।[272]

১৫. নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং সম্মানিত লোকদের সাথে ভিন্ন আচরণ করবেন না।[273]

১৬. এতিমদের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।[274]

১৭. মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ হোন।

১৮. নিজের সহকারীদের উচ্ছৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা থেকে বাধা দিন।[275]

---

[264] সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৯২

[265] সহিহ বুখারি: ৭১৫৮

[266] সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৮২

[267] সহিহ বুখারি: ৬৯৬৭

[268] সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৮৮

[269] জামে তিরমিজি: ১৩৩৬

[270] সহিহ বুখারি: ৭১৭৪

[271] কাশফুল খিফা: ১/৪৪

[272] সুনানে নাসায়ি: ৫৪২৩

[273] সহিহ বুখারি: ৬৭৮৮

[274] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৮

[275] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৮

১৯. চুপ থাকুন। কম কথা বলুন। গাম্ভীর্য রক্ষা করুন।[276]

ছ. সাক্ষীর সুন্নাহ [(ট)]

১. সাক্ষীগণ ঘুস নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।[277]

২. সত্য কথার উপর সাক্ষ্য দিন।[278]

৩. প্রয়োজনের সময় পূর্ণ আমানতদারির সাথে সাক্ষ্য দিন।[279]

৪. সত্য সাক্ষ্যের উপর অটল থাকুন।[280]

৫. সাক্ষ্যের বিষয় ভালোভাবে মনে রাখুন।[281]

৬. বিচারকের সামনে তর্ক-বিতর্ক কম করুন।[282]

---

[276] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৮

[277] আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি: ২০২৬

[278] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৯

[279] সুরা বাকারা: ২৮৩

[280] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৯

[281] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৯

[282] আল-আদাব ফিদ দীন: ৫৯

৭. নবীন প্রজন্ম এর ব্যক্তিত্ব গঠনে সুন্নাহর নির্দেশনা(ট)

ইসলামী শরিয়াতের দুই প্রধান উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। কুরআনে প্রদত্ত মৌলিক নীতিমালাগুলো রাসূল (ﷺ) সর্বোত্তম উপায়ে তার জীবনে বাস্তবায়ন করে গেছেন। রাসূল (ﷺ)-এর কথা, কাজ আর কর্ম নিয়েই হাদিস। তাই রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ তথা হাদিস থেকে আমরা বারবার নিজেদের মনের সংশোধন, কলবের বিশুদ্ধতা এবং চরিত্রগঠনের তাগিদ পাই। মানুষ মাত্রই ব্যক্তিত্ববান। প্রতিটি মানুষেরই তার মতো করে ব্যক্তিত্ব রয়েছে। পৃথিবীতে যেহেতু আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না, তাই শেষ নবীর উম্মত হিসেবে মুসলিমদেরকেই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই বড় দায়িত্ব পালনে সফলতা লাভ করতে হলে মুসলিম মানস ও ব্যক্তিত্ব মানসম্মত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রকৃত মুসলিমের ব্যক্তিত্বকে অবশ্যই ইসলামের মূল শিক্ষা ও চেতনার আলোকে তৈরি করে নিতে হবে।

আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা ইসলামঘনিষ্ঠ জীবনযাপনের চেষ্টা করেন, দাঈ হিসেবে ভূমিকা রাখেন, অথচ ইসলাম নির্দেশিত ব্যক্তিত্বের গুণাবলির অনেকটুকুই তার মাঝে অনুপস্থিত। আমিসহ আরো অনেকেরই বাহ্যত যেমন ব্যক্তিত্বের ঘাটতি অনুধাবন করা যাচ্ছে তেমনি অন্তর্নিহিত সঙ্কটও বড় করেই সামনে আসছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সম্ভাব্য সঙ্কট থেকে হেফাজত করুন। মুসলিম হিসেবে জীবন চলার পথে সকল ক্ষেত্রে সফল হতে গেলে আমাদের চলাফেরা, কথাবার্তা, আচার আচরণ, মানসিকতা সর্বোপরি আমাদের ব্যক্তিত্বকে নবীজির (ﷺ) দেখানো সুন্নাহর আদলে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। কেননা, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “প্রতিটি কাজের একটি উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে। আর সেই উদ্দীপনার মধ্যেই আবার ক্লান্তি, অবসন্নতা ও বিরতিও চলে

আসে। তাই যার কাজটি সুন্নাত পর্যন্ত গিয়ে বিশ্রাম পায় সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়। আর যার বিরতি অন্য কিছুতে হয় সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।” [283]

যেহেতু ছাত্র ও যুবক বয়সে একজন মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা চূড়ান্ত মাত্রায় থাকে, তাই এ সময়ে তাকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া; বিশেষ করে ব্যক্তিত্ব গঠনে দিকনির্দেশনা দেওয়া জরুরি। উস্তাদ আহমাদ জাকি সাফওয়াত তার বিখ্যাত গ্রন্থ জামারাহ খুতাবিল আরবের (২/২৭৫) বলেছেন, “মুত্তাকি যুবকদের চোখ থাকে স্বচ্ছ, তাদের পদচারণা হয় মন্দ কাজের একদম বিপরীতে। তারা কুরবানি করতে পিছপা হয় না। তারা ইবাদতে নিজেদেরকে মগ্ন করে রাখে। শান্তির ঘুম তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে নেয় না। তারা এমন মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করে যা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। তারা যখন রাত জেগে নামাজ পড়ে, কোমর ঝুঁকিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে, আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তা অবলোকন করেন। কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন কারো সামনে জান্নাত সংক্রান্ত আয়াত পড়ে, তখন তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। জান্নাতের জন্য তারা অতি আগ্রহী হয়ে যায়। আবার যখন তাদের পাঠে জাহান্নাম সংক্রান্ত কোনো আয়াত আসে, তখন ভয়ে তারা কুঁকড়ে যায়। তাদের আড়ষ্টতা দেখে মনে হয়, জাহান্নামের আগুন বোধ হয় এক্ষুনি তাদের গিলে ফেলবে। তারা নিজেদের হাঁটু আর কপালকে মাটির সাথে মিলিয়ে দেয়। দীর্ঘ নামাজ আর লম্বা কিয়াম আর নিয়মিত রোজা পালনের কারণে তাদের শরীর যেন বিবর্ণ হয়ে যায়। এই যুবকেরাই আল্লাহর সাথে করা চুক্তি পালন করে এবং আল্লাহর কাছে দেওয়া ওয়াদা পালনে নিষ্ঠার পরিচয় দেয়।” প্রত্যাশিত এই মানে পৌঁছতে হলে চাই প্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব। আর ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনে সুন্নাহ থেকেও বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যায়।

[283] ইবনে হিব্বান, ১১/১৮১, আত তারগিব ওয়াত তাহরিব : ৫৬

বিশুদ্ধতা এবং নিয়তে একনিষ্ঠতা

ভালোভাবে ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য সর্বাগ্রে চাই খুলুসিয়াত এবং একনিষ্ঠতা। নিয়তে কোনো ধরনের শঠতা থাকা চলবেন না। হযরত উমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল বা সকল কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী পাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করে। সতরাং যার হিজরত বা দেশ ত্যাগ আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই পরিগণিত হবে, আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই বিবেচিত হবে।[284]

তাই যেকোনো কাজের মূল ভিত্তিই হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। নিয়তের বিশুদ্ধতার ওপর ভর করেই মানুষের কলব সত্য পথে টিকে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও দ্বীনের ওপর জারি থাকতে পারে। ব্যক্তি দ্বীনের সঠিক পথে টিকে থাকতে পারলে তার কার্যক্রমও সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। তাই নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখা প্রতিটি মুসলিমদের দায়িত্ব। নিয়তে গণ্ডগোল থাকলে মানুষ কাজে ফাঁকি মারে। কাজের ভেতর ভিন্ন কোনো স্বার্থ চলে আসে। কাজের মানও খারাপ হয়। যার নিয়তে সমস্যা থাকে, তার ব্যক্তিত্বেও এর প্রভাব পড়ে। ফলে, অপরাপর মানুষও তাকে পছন্দ করে না, বরং এড়িয়ে চলে। সাময়িকভাবে নিয়তে জালিয়াতি করে কেউ যদি সাময়িকভাবে ফায়দা পেয়েও যায়, খুব শীঘ্রই তার প্রকৃত চেহারা সকলের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। এ কারণেই এক সময়ের বহু প্রশংসিত ব্যক্তিকেও আমরা কালের বিবর্তনে অহরহ ধিকৃত হতে দেখি।

[284] বুখারি-১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩

স্বতন্ত্রতা

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমাকে কিয়ামতের আগে একটি তরবারিসহ সতর্কবার্তা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে। আমার রিজিক আমার বর্শার মাথায়ই নিহিত। তার জন্য অবমাননা ও লাঞ্ছনা যে আমার আদেশ অমান্য করে এবং যে কেউ এ ধরনের অমান্যকারীদের অনুকরণ করবে তারও একই পরিণতি হবে।" [285]

একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব অবশ্যই অন্য সবার থেকে আলাদা হবে। এই ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য তার আচারাদি এবং বাহ্যিক অবয়বের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হবে। এই স্বতন্ত্রতা তার আপাত চেহারায়, বৈশিষ্ট্যে, আকিদায়, ইবাদতে, দুনিবাবি কার্যক্রমসহ সর্বত্রই প্রতিফলিত হবে। মুসলিম তার ভিন্নধর্মী ও ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যাবলির কারণেই ইসলামকে সমুন্নত রাখতে পারে। সব ধরনের ভেজাল ও বিভ্রান্তি থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। একজন মুসলিম যদি তার জীবন যাপনে, সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে অন্য সবার মতো হয়ে যায়, তাহলে তার নিজের জীবনে যেমন ইসলাম ক্রমাগতভাবে দুর্বল হতে থাকে তেমনি একজন মুসলিম হিসেবেও সে সমাজে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা আর রাখতে পারে না।

ইনসাফ করা-ভারসাম্য বজায় রাখা

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "নিজের বন্ধুর সাথে ভালোবাসার আধিক্য প্রদর্শন করবে না। হয়তো সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথেও শত্রুতার চরম সীমা প্রদর্শন করবে না। হয়তো সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।" [286]

---

[285] আহমাদ: ৪৮৬৯

[286] তিরমিজি-১৯৯৭

একজন মুসলিমকে তার ভালোবাসা, ঘৃণা বা অন্যান্য আবেগ প্রকাশে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দেওয়া ও নেওয়ার সময়েও তিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবেন। মধ্যমপন্থা দ্বীন ও শরিয়াতের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তাই একজন ব্যক্তিত্ববান মুসলিম কখনোই সীমা লঙ্ঘন করতে পারেন না। বাড়াবাড়ি করার অবকাশ তার নেই। আবার যতটুকু তাতে করতেই হবে, তাতেও তিনি কখনো ঘাটতি রাখেন না। একজন মুসলিম তার নিজের প্রজ্ঞা বা প্রবৃত্তি বা নিজের খেয়ালখুশি মতো ভারসাম্য করে না। এক্ষেত্রেও তিনি ইনসাফ করেন কারণ আল্লাহ তায়ালা এমনটাই নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।" [287]

জীবন যাপনে ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ কোনো কাজ নয়। অনেকেই একাধিকবার ইনসাফ ও ভারসাম্য করার ঘোষণা দিয়েও তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে নয়, বরং বাস্তবতার নিরিখে ভারসাম্য করার চেষ্টা করেছেন। যদি আমাদেরকে সত্যিকারার্থে ভারসাম্য করতে হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনাকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা

আলী ইবনে জিয়াদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.কে প্রশ্ন করলেন, 'ইসলামে কোন বিশ্বাসী বান্দা সর্বোত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, "যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মুসলিমরা নিরাপদে থাকে।' লোকটি প্রশ্ন করলো, 'সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি?' আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. উত্তরে বললেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা।' লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, 'কোন হিজরতটি উত্তম?' আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বললেন, 'আল্লাহর পথে থাকার জন্য প্রবৃত্তির

---

[287] সূরা বাকারা : ১৪৩

প্ররোচনা ও অনিষ্টতা থেকে দূরে থাকা।' লোকটি প্রশ্ন করলো, 'হে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, এগুলো কী আপনার কথা নাকি রাসূল (ﷺ) থেকে আপনি শুনেছেন? আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বললেন, স্বয়ং রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে এমনটাই শিখিয়েছেন।[288]

নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাই একজন মানুষের ঈমান বৃদ্ধির সর্বোত্তম উপায়। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "যারা আমার পথে সংগ্রাম ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" [289]

নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম একজন মুমিনের মর্যাদা ও মান বৃদ্ধি করে। এতে তার কলব পরিশুদ্ধ হয়। মুসলিম হিসেবে তার মান প্রত্যাশিত অবস্থানে পৌঁছে যায়।

ভদ্রতা

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ হলেন রাফিক (নম্র), তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। যারা নম্রতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দেয় তাদেরকে তিনি যে পরিমাণ সওয়াব দান করেন, কঠোরতা প্রদর্শনকারীকে ততটা দান করেন না।[290]

ভদ্রতা ও মার্জিত আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষের মন ও অন্তরগুলো একত্রিত হয়। ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সমাজে ইতিবাচকতার প্রসার হয়। ভদ্রতার বিপরীতে আছে দুর্ব্যবহার ও নেতিবাচক অনুভূতি। এর ফলে সমাজে

---

[288] তা'জিম কাদরিস সালাত-৬৩৯

[289] সূরা আনকাবুত : ৬৯

[290] ইবনে মাজাহ-৩৬৮৮

অনাস্থা ও অবিশ্বাসের বিচরণ হয়। মানুষজন একে অপরের সাথে প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়।

বারবার সত্যের কাছে ফিরে আসা

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "এমন কোনো মুমিন বান্দা নেই, যে একাধিকবার একই পাপ করে না। অথবা এমনও হতে পারে তিনি একটি পাপ বারবার করছেন, যতক্ষণ না তার পার্থিব আয়ু শেষ হয়। মূলত ঈমানদার বান্দাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টিই করেছেন বারবার পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু এই বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পাপ করার কারণে অনুতপ্ত হয় এবং বেশি বেশি তাওবাহ করে। তারপর আবার তা ভুলে গিয়ে পাপ করে বসে। আর যখন তাকে সতর্ক করা হয়, উপদেশ দেওয়া হয় তখন সে তা গ্রহণ করে।" [291]

সত্যের কাছে ফিরে আসা একটি মহৎ গুণ। আর নানা ওজরে মিথ্যা চালিয়ে যাওয়া নিন্দনীয়। সত্যের কাছে ফিরে আসলে একজন মানুষের মান ও মর্যাদা উন্নত হয়। আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গুরুত্ব বেড়ে যায়। শয়তান যেহেতু ভুল করার পর অনুতপ্ত হয়নি বরং অহঙ্কার করে তার অনিষ্টকর কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছে তাই সে সবসময়ই মানুষকে প্ররোচিত করে, যাতে মানুষ অনুতপ্ত না হয়। সুপথে ফিরে না আসে। শয়তান মানুষের কানে সুপথে প্রত্যাবর্তনকে একটি দুর্বলতা ও দোষ হিসেবেই প্রচার করে। অথচ ফিরে আসা ও অনুতপ্ত হওয়ার মাঝে বান্দার নিরহঙ্কারিতা প্রকাশ পায়। উন্নত ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

---

[291] আল মু'জামুল কাবির-১১,৮১০

দায়িত্ববান হওয়া

উমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো ব্যক্তির দাস নিজ মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখো, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[292]

এই উম্মতের প্রতিটি সদস্যকেই তার নিজস্ব অবস্থান ও মান সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার। অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কোনো মুসলিমের নিজের দায়িত্ব ও কর্মপরিধিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আবার নিজের নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করে অপরের কাজে নাক গলানোও কাম্য নয়। যদি আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বগুলো সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারতাম, তাহলে সবার জন্যই তা কল্যাণকর হতো। পৃথিবীর সর্বত্রই নিরাপত্তা ও নিরাপদ পরিবেশ সুনিশ্চিত হতো। একজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের জন্য তাই দায়িত্ববান হওয়াটা খুবই জরুরি।

একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে সুযোগ দেবে

হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "অজুহাত মেনে নিতে আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন। এ কারণেই তিনি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী প্রেরণ করেন।" [293] এ কারণে একজন মুসলিমের উচিত তার দ্বীনি

[292] বুখারি-৩০০৫

[293] বুখারি-৫১২

ভাইয়ের জন্য সুযোগ করে দেয়া, তাকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নানা ধরনের অজুহাত তৈরি করা। অর্থাৎ কারো অমঙ্গল করার জন্য নয়, বরং কল্যাণ করার জন্য অজুহাত খোঁজা উচিত। আবার দ্বীনি ভাইরা কোনো ভুল করলে যদি নিজের পক্ষে অজুহাত দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করে নেয়ারও মানসিকতা থাকা উচিত। এতে আমাদের মধ্যে সুপ্ত থাকা ইগো ও অহঙ্কার দূরীভূত হয়। সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিখুঁত এবং কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। অথচ আল্লাহ তায়ালা কত অবলীলায় মানুষের খোঁড়া যুক্তি, অজুহাত বা ওজরগুলো মেনে নেন। বিপরীতে, 'আল্লাহর সামান্য একটি সৃষ্টি আমরা। নিজেদের মাঝেই ত্রুটি আর দুর্বলতার শেষ নেই। তাহলে আমরা কেন অপরকে ছাড় দিতে এতটা কার্পণ্য করি? প্রকৃত ঈমানদার বান্দারা অপর ভাইকে সুযোগ দেবে। আর মুনাফিকেরা কোনো সুযোগ দেয় না। তারা যেকোনো মূল্যে অপরের ক্ষতিসাধন করতে চায়। তাই প্রকৃত ঈমানদার বান্দাকে অপরাপর মানুষের প্রতি দরদি হতে হবে। তাদের কল্যাণ সাধনে অজুহাত দিতে হবে। অপরের ওজরগুলো মেনে নেওয়ার মতো ইতিবাচক মানসিকতাও লালন করতে হবে।

একজন মুসলিম হিংসার চাষাবাদ করতে পারবে না

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন, "দুটি প্রেক্ষিত ছাড়া হিংসা করার সুযোগ নেই। প্রথমত সেই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যাবে যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর তিনি নেক উদ্দেশ্যে সেই অর্থ ব্যয় করেন। দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন, তিনি তা আমল করেন এবং অপরকেও সেই শিক্ষাই প্রদান করেন।" [294]

[294] বুখারি-৭৪

যদি কোনো মানুষের মনে অপরের বিষয়ে হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা থাকে তাহলে নিজের মনে থাকা অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তিনি অপর মানুষের ক্ষতি সাধনেও পিছপা হবেন না। প্রতিটি মুসলিমেরই হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করা দরকার যাতে সে কখনোই হিংসার শিকারে পরিণত না হয়। কেউ যদি অপরের কাছে থাকা বিষয়টি নিজের জন্য কামনা করে কিন্তু বিনিময়ে অপরের লোকসান কামনা না করে, তাহলে এতটুকু হিংসাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একজন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিত্বের উচিত আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত তার দ্বীনি ভাইদের জন্য দোয়া করা যাতে আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন। হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে দূরে রাখেন। আল্লাহর কাছে নিজের কল্যাণের জন্য দোয়া করা দরকার। তবে তা যেন কারো ক্ষতি করে না হয়।

আসমানি নির্দেশনা অনুসরণ করা

একবার হযরত আবু দারদা রা. এর মা তার ছেলে আবু দারদাকে বললেন, “অন্য মানুষেরা বাসায় মেহমান আসলে যা দিতে চায়, তুমিও কি তাই দিতে চাও না? আবু দারদা রা. উত্তরে বললেন, “আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের সামনে একটি সুউচ্চ পর্বতমালা আছে। যাদের পিঠে ওজন কম শুধুমাত্র তারাই সেই পাহাড়টিতে আরোহণ করতে পারবে। যাদের পিঠে ভারী ওজনের কিছু রয়েছে তারা সেখানে উঠতেই পারবে না।” [295]

চিন্তা করা প্রয়োজন। বর্ণিত বিষয়টি খুব জরুরি কিছু নয়, বরং সামান্য মেহমানদারির বিষয়। অথচ সাহাবাগণ এক্ষেত্রেও কত সূক্ষ্মভাবে রাসূলের (ﷺ) নির্দেশনা মেনে চলার চেষ্টা করতেন। আমাদেরও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একইভাবে আসমানি নির্দেশনা অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই পৃথিবীটি একজন মুসলিমের কাছে পরকালে যাওয়ার সিঁড়ি ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই এই ক্ষণস্থায়ী

[295] আল হাকিম-৪/৫৭৪

পৃথিবীতে একজন মুসলিমের শুধুমাত্র তার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ নিয়েই ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন।

কোনো মুসলিমই পার্থিব চাহিদা পূরণকেই কেউ জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিতে পারে না। পার্থিব বিষয়াদিকেই নিজের জন্য কল্যাণকর বলে ভাবতে পারে না। যারা জীবনের সোনালি মুহূর্তগুলো এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর স্বাদ আস্বাদনে ব্যয় করে তাদের মতো দুর্ভাগা কেউ নয়। এই যৌবন থাকবে না। অথচ বহু যুবক যুবতী জীবনের শ্রেষ্ঠতম এই সময়টিকে অনর্থক কাজে অতিবাহিত করে। মূলত এগুলো সবই শয়তানের ফাঁদ বা চক্রান্ত। সত্যিকারের মুসলিম ব্যক্তিত্বের শয়তান সৃষ্ট এ ধরনের ফাঁদে না পড়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত।

৮. সুন্নাহের প্রতি আহ্বান (খ)

পরিশেষে আমি কুরআন ও সুন্নাহের প্রতি আহ্বানকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আপনারা সূন্নাহের অনুসরনের দাওয়াতকে মাত্র কয়েকটি ইবাদাত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবেন না বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিস্তার হওয়া উচিত। সালাত আদায় করার সময় যেমন ইত্তিবায়ে সুন্নাহ উদ্দেশ্য তেমনি আখলাক তথা চরিত্রের ক্ষেত্রেও ইত্তিবায়ে সুন্নাহ উদ্দেশ্য। হাজ্জ ও সিয়ামের মাসায়েলে যেমন ইত্তিবায়ে সুন্নাহ দরকার, তেমনি ব্যবসা বাণিজ্য, লেন দেন ইত্যাদিতেও ইত্তিবায়ে সুন্নাহ দরকার। যেমন ঈসালে সাওয়াব ও কবর যিয়ারতের মাসায়েলে ইত্তিবায়ে সূন্নাহের প্রয়োজন, তেমনি খারাপ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যও ইত্তিবায়ে সূন্নাহের প্রয়োজন। যেমনি আল্লাহর হকসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে ইত্তিবায়ে সূন্নাহের প্রয়োজন, তেমনি বান্দার হকসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রেও ইত্তিবায়ে সূন্নাহের প্রয়োজন। মোট কথা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে, মসজিদের ভিতরে বা বাইরে, পরিবার পরিজনের সাথে বা বন্ধু বান্ধবের সাথে, যেখানেই হোক না কেন, সবসময় সর্বস্থানে সূন্নাহের অনুসরণ উদ্দেশ্য। শুধু ইবাদাতের কতিপয় মাসায়েলে গুরুত্ব দিয়ে জীবনের বাকী সব ব্যাপারে সূন্নাহের অনুসরণ ছেড়ে দেয়া কোন মতেই শোভা পায় না। কিতাব ও সূন্নাহের প্রতি আহ্বানকারীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে, কিতাব ও সূন্নাহের দাওয়াত হলো প্রামাণ্য এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক দাওয়াত, সাধারণ লোকেরা যারা সব রকমের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত থাকেন, তারাই এই দাওয়াতকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে থাকেন। কাজেই মানুষের মন মস্তিস্ক এবং যোগ্যতাকে সামানে রেখে হিকমত ও উত্তম উপদেশের ভিত্তিসমূহকে কখনো ভুলবেন না। আর সব সময় মনে রাখবেন যে, একগুঁয়েমির প্রতিফল হয় একগুঁয়েমি, জেদের প্রতিউত্তর হয় জেদ এবং গোঁড়ামীর বদলে হয় গোঁড়ামী। দাওয়াতে দীনের ক্ষেত্রে নম্রতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, মিষ্টভাষা এবং উদারতা যে ফল বয়ে আনতে পারে, কট্টরতা, কঠোরতা ও সংকীর্ণমনা ইত্যাদি কোন দিন সে ফল বয়ে আনতে পারে না।

পরিশেষে বলব, ইলমে দ্বীন ক্রমান্বয়ে দুর্বল রশির মত ক্ষয়ে চলেছে। ইলমের ধারক-বাহক আলেম সমাজকে অবশ্যই সাবধান হ'তে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ ইলম (কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান) এমনভাবে উঠিয়ে নিবেন না, যাতে লোকদের থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়। বরং আলেমদের ইন্তিকালের মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন।

এমনকি পরিশেষে একজন বিদ্বান ব্যক্তিও জীবিত থাকবে না। তখন লোকেরা জাহেল (মূর্খ) ব্যক্তিদেরকে তাদের ইমাম (নেতা) বানাবে। আর তাদের কাছে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করবে, তারা ইলম ছাড়াই ফায়ছালা দিবে। এভাবে তারা নিজেরা বিপথগামী হবে এবং লোকদেরকেও বিপথে পরিচালিত করবে'।[296]

অতএব আসুন, আমরা সকলে ইসলামকে জীবন-বিধান হিসাবে সঠিকভাবে মান্য করে পরকালীন জীবনে নাজাত লাভের পথকে সুগম করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

[296] বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছলেহীন, ৩/১৩৯২ 'কিতাবুল ইলম'

৯. তথ্যসূত্র

ক. **ইত্তেবায়ে সুন্নাহ** - মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী

খ. **সুন্নাত উপেক্ষার পরিণাম**, লিলবর আল-বারাদী, মাসিক আত-তাহরীক
[অনলাইন] https://at-tahreek.com/article_details/6315

গ. **নবী-আদর্শের অনুসরণে ঈমান ও মুহববতের দাবি**, মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
[অনলাইন] https://www.alkawsar.com/bn/article/571/

ঘ. ১৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, সম্পাদকীয়, **মাসিক আল কাউসার**
[অনলাইন] https://www.alkawsar.com/bn/article/2285/

ঙ. **সীরাত : মানব জীবনের সর্বোত্তম নমুনা**, মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ
[অনলাইন] https://www.alkawsar.com/bn/article/2055/

চ. **হাদীস সম্ভার**, আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী, পরিচ্ছেদঃ নবী-প্রীতি ঈমানের অঙ্গ(৮৪)

ছ. **উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম (ﷺ)**,
আরেফবিল্লাহ হযরত ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল হাই আরেফি (রঃ)

জ. **একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত মিসওয়াক**, আহমাদুল্লাহ বিন রুহুল আমীন,
[অনলাইন] https://www.alkawsar.com/bn/article/2345/

ঝ. **দৈনন্দিন জীবনে - অবহেলিত সুন্নাহসমূহ**, এহসান উল্লাহ আরাফাত

ঞ. **সুন্নত অনুসরণই মুমিনের সফলতা**, কারি আশিকুল্লাহ বিন আসাদ
[অনলাইন] https://www.shomoyeralo.com/news/272897

ট. **ব্যক্তিত্ব গঠনে সুন্নাহর নির্দেশনা**, আলী আহমাদ মাবরুর, ১২ জুলাই ২০২২,
[অনলাইন] https://shibirrangpurcity.org/read-post/প্রবন্ধ/143

ঠ. **আধুনিক যুগে সুন্নাহর গাইডলাইন** - ডেইলি সুন্নাহ, আহমাদ রিফআত

ড. **সুন্নাহ - মুমিনের অলঙ্কার**, মুফতি মনিরুজ্জামান

ঢ. **উসুলুস সুন্নাহ**-আক্বীদার মূলনীতি, আহমাদ ইবনে হাম্বল ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ)

ণ. **শারহুস সুন্নাহ**, ইমাম বারবাহারি (রঃ)